বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>009>>25 Ashwin 1432 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০০৯ >> << ২৫শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

ওয়াল স্ট্রিটে ঐতিহাসিক পতন ট্রাম্প আমলে শেয়ারবাজারে সবচেয়ে বড় ধ্বস

নিউ ইয়র্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বৈঠক বাতিল এবং শুল্ক বাড়ানোর হুমকির জেরে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে সবচেয়ে বড় ধস নেমেছে।

আমেরিকার শেয়ারবাজারগুলো ব্যাপক পতনের মুখে পড়ে সপ্তাহজুড়ে অর্জিত সব মুনাফা হারিয়েছে। এই ঐতিহাসিক পতন, যা ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে সর্ববৃহৎ ধস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক বাতিলের ঘোষণা এবং 'ব্যাপক মাত্রায় শুল্ক বৃদ্ধি'র হুমকির পরে এই ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার দিনের শেষে ওয়াল স্ট্রিটের প্রধান সূচকগুলো এপ্রিল মাসের পর সবচেয়ে দ্রুত পতনের মুখে পড়ে এবং সপ্তাহের সমস্ত লভ্যাংশ মুছে যায়। এই পতনের মূল কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে পুনরায় বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি।

ডাও জোন্স (Dow Jones) সূচক প্রায় ৯০০ পয়েন্ট (অর্থাৎ ২.৪ শতাংশ) কমে যায়।

নাসডাক (Nasdaq) সূচক ৩.৫ শতাংশেরও বেশিহ্রাস পায়।

এসঅ্যান্ডপি ৫০০ (SP 500) সূচক ২.৫ শতাংশ কমে।

কোয়ালকম (Qualcomm)এর শেয়ার প্রায় ৭ শতাংশ পড়ে যায়।

ট্রাম্প তাঁর সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল (Truth Social)এ এক পোস্টে জানান, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তিনি এপেক (APEC) সম্মেলনের ফাঁকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করছেন। তিনি আরও বলেন, আমদানি করা চীনা পণ্যের ওপর বৃহৎ মাত্রার শুল্ক বৃদ্ধি আরোপ করার বিষয়টি প্রশাসনের বিবেচনায় রয়েছে। এই ঘোষণার পর বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা জোরদার হয় এবং বৈশ্বিক বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়।

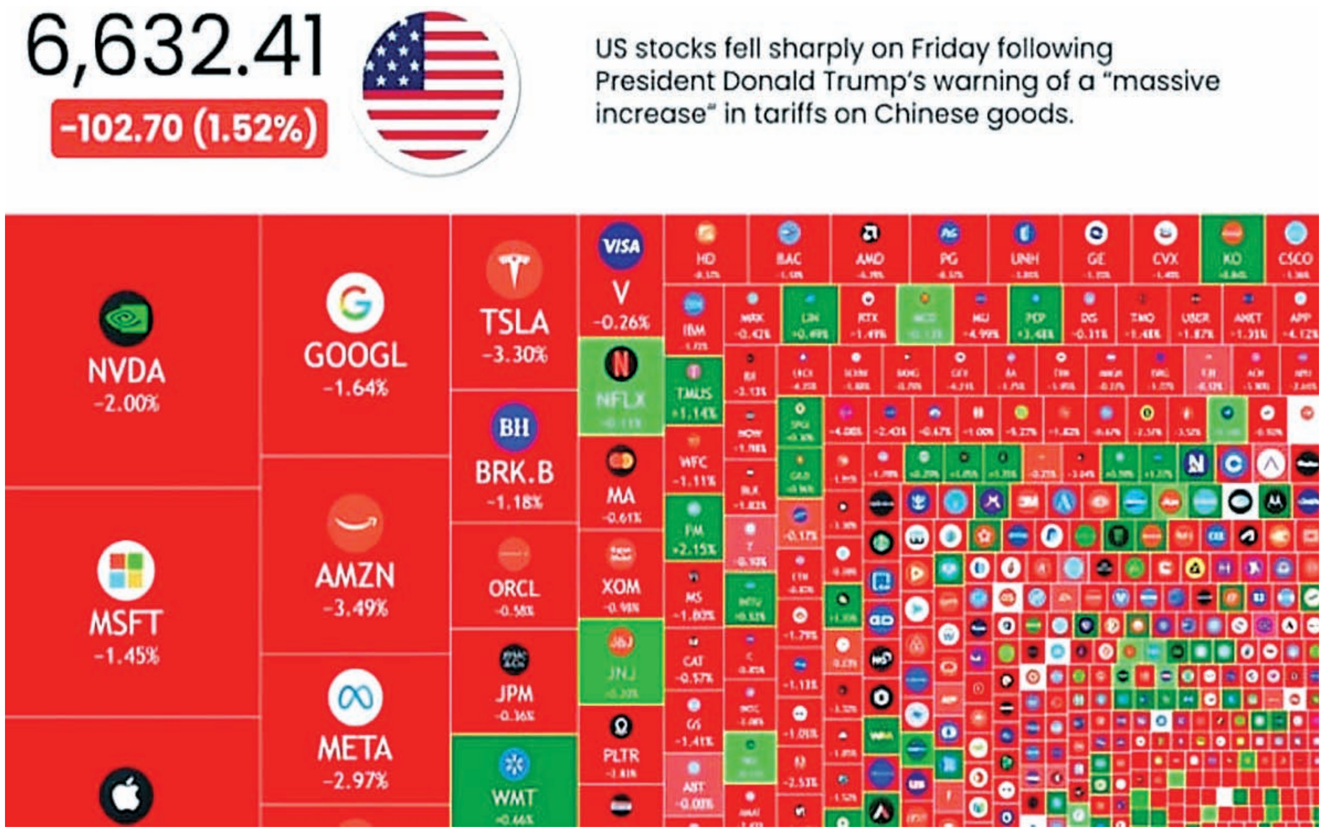

নেতানিয়াহু কেন গাজা যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হলেন?

ইসরায়েল : বিশ্বব্যাপী ঘৃণার ঢেউ এবং আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারের হুমকির মুখে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আল-জাজিরা নেট মাহমুদ সুলতানের লেখা একটি বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যেখানে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গাজা যুদ্ধের অবসানে সম্মত হতে বাধ্য করার কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আল আলম নেটওয়ার্কের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য করার একটি কারণ ছিল তিনি জাতিসংঘে নিজেকে একা এবং বিশ্ব কর্তৃক ঘৃণার পাত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক জারি করা তার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার ভয়ে নেতানিয়াহু ইউরোপীয় আকাশে উড়তেও অস্বীকৃতি জানান। নেতানিয়াহু যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিতে যান তখন উপস্থিত প্রতিনিধিদল হল ছেড়ে চলে যান এবং তিনি নিজেকে বিশ্ব নেতাদের শূন্য কক্ষে দেখতে পান।

ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বরা প্রকাশ্যে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং শাসক গোষ্ঠীর ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার দাবি বেড়েছে এমনকি তেল আবিবপন্থী আমেরিকান ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে যেমন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানও।

এই বছরের আগস্টে (২০২৫) ২৮টি পশ্চিমা দেশ তেল আবিবের প্রতি গাজায় অপরাধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল। এই দাবিগুলো বিভিন্ন দেশ এবং প্রতিষ্ঠানের হুমকির পাশাপাশি ইহুদিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক,শিক্ষাগত এবং ক্রীড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও ছিল। নিষেধাজ্ঞার কারণে ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিমরোদ গর্ন স্বীকার করেছিলেন যে গাজার কারণে বেশিরভাগ ইসরায়েলি মনে করেন যে বিশ্ব তাদের বিরুদ্ধে। এর ফলে ইসরায়েলি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট স্বীকার করেছিলেন যে আমরা একটি ঘৃণ্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছি। নেতানিয়াহুর আরেকটি ভুল যা তাকে এক ঘরে করে ফেলেছিল এবং তাকে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল তা হল এই ধারণা যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে কিছু করতে বাধ্য করবেন না এবং তাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নেতানিয়াহু নিজেকে ট্রাম্পের তীব্র চাপের মধ্যে দেখতে পান।

বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ইহুদিবাদী সরকারের উদ্বেগ এতটাই বেড়ে যায় যে নেতানিয়াহু সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিচ্ছিন্নতা মোকাবেলা করার জন্য তেল আবিবকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে যে ৫৮ শতাংশ ইসরায়েলি বাসিন্দা বিশ্বাস করেন যে এই শাসক গোষ্ঠী অন্যান্য দেশের মধ্যে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। জরিপে আরও দেখা গেছে যে অধিকৃত অঞ্চলের বেশিরভাগ বাসিন্দাই যুদ্ধের অবসান চায়, কারণ যুদ্ধ শাসকগোষ্ঠীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়েছে। এছাড়াও, ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেছে, কারণ ট্রাম্প তেল আবিবকে না জানিয়ে হামাসের সাথে আলোচনা করেছেন, সিরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন এবং ইরানের সাথে আলোচনায় আগ্রহী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অন্যদিকে,কাতারে হামাস নেতাদের হত্যার জন্য ইসরায়েলি সরকারের প্রচেষ্টার ফলে ট্রাম্প দল ওয়াশিংটন এবং ন্যাটোর বাইরের তার মিত্রদের মধ্যে ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে। এর পরে, ট্রাম্প নেতানিয়াহুর প্রতি হতাশা ঘোষণা করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে যুদ্ধ অবশ্যই শেষ করতে হবে।

এছাড়াও গাজা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য নেতানিয়াহুর চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ইহুদিবাদী সরকারের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি এবং ইউরোপে ইসরায়েল-বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হওয়াএকটি চ্যালেঞ্জ যা ইউরোপ এবং ইহুদিবাদী সরকারের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের সবচেয়ে বিপজ্জনক মোড় হিসেবে বিবেচিত হয়। এমন একটি সমস্যা যার কারণে তেল আবিব নিজেকে পতন এবং পতনের দ্বারপ্রান্তে দেখতে পেয়েছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঘৃণা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রথমবারের মতো তার সমস্ত মিত্র দেশ এটি ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে। এটি এমন দেশগুলোতে ঘটেছে যেগুলো আগে কোনও ঘৃণা প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। শার্ম আল-শেখ চুক্তির চার দিন আগে, ইউরোপ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছিল এমন একটি ঘটনা যা ইহুদিবাদী মিডিয়া ইউরোপ এবং ইহুদিবাদী শাসনের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের সবচেয়ে বিপজ্জনক মোড় বলে মনে করেছিল। অধিকন্তু, ইসরায়েল নিজেকে পতন এবং বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে এবং সম্ভবত সত্তর বছরেরও বেশি সময় আগে যেখানে থেকে এসেছিল সেখানে ধীরে ধীরে সম্মিলিতভাবে ফিরে যেতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্ব প্রথমবারের মতো যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছিলএবং নেতানিয়াহুর কাছে বিশ্ব জনমতের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। তিনি তার কোনো লক্ষ্য অর্জন না করেই তার অহংকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং এখন তার ভাগ্য এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে এমন একটি ভবিষ্যত যা ক্ষমতা ছেড়ে ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী হয়ে জীবন কাটাতে হতে পারে।

সতর্কবার্তা পাহাড়ের মানুষ মনে করছে, সরকার আর চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয়, চুক্তি বাস্তবায়ন তাদের অগ্রাধিকার তালিকা থেকে বহু আগেই হারিয়ে গেছে

চীন ও রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক বৃদ্ধি : ট্রাম্পকে মার্কিন কংগ্রেসের সতর্কবার্তা

নিউ ইয়র্ক : চীন ও রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মার্কিন কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতা সতর্ক করেছেন।

মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন ডেমোক্র্যাট সদস্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চিঠি লিখে আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি যেন ভারতের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করেন এবং দিল্লির বিরুদ্ধে আরোপিত উচ্চ শুল্কের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন।

ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য- ডেবোরা রস, রো খান্না, ব্র্যাড শেরম্যান, সিডনি কামালাগার-ডভ, রাজা কৃষ্ণমূর্তি এবং প্রমিলা জয়পাল। কোনো রিপাবলিকান সদস্য এতে স্বাক্ষর করেননি।

চিঠিতে ওই মার্কিন কংগ্রেস সদস্যরা সতর্ক করে লিখেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কবৃদ্ধির নীতি- বাণিজ্য, কর্মসংস্থান এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং এর ফলে ভারত চীন ও রাশিয়ার দিকে আরও ঝুঁকতে পারে, যা এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য চীন ও রাশিয়ার পক্ষে পাল্টে দিতে পারে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, শুল্ক বৃদ্ধির ফলে (যা কিছু ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে) মার্কিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মিত্র দেশ দূরে সরে যাচ্ছে।

চিঠিতে ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, আপনার সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল করেছে এবং উভয় দেশের জন্য নেতিবাচক পরিণতি বয়ে এনেছে। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি দ্রুত পদক্ষেপ নিন এই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য।

কংগ্রেসের আশঙ্কা, ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যে, ভারত ওয়াশিংটন থেকে দূরে সরে গিয়ে চীন ও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে পারে যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক অবস্থান এশিয়ায় দুর্বল হয়ে পড়বে।

কংগ্রেসের উদ্বেগের প্রধান কারণসমূহ ও তার প্রভাব

১. ভারতের বিরুদ্ধে উচ্চ শুল্ক আরোপ

ডেমোক্র্যাট সদস্যরা সতর্ক করেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কবৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রভারত বাণিজ্য সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং মার্কিন উৎপাদকদের ক্ষতির মুখে ফেলেছে।

২. কৌশলগত অংশীদারিত্বের দুর্বলতা

ভারত এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কিন্তু ট্রাম্পের অর্থনৈতিক নীতি ও বাণিজ্যিক চাপের কারণে নয়াদিল্লি বিকল্প অংশীদার খুঁজছে এবং চীন ও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছে।

৩. ভারতের জনমতের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মার্কিন পণ্যের বয়কটের আহ্বান বেড়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের চীনরাশিয়া ঘনিষ্ঠতা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২০২০ সালের সীমান্ত সংঘাতের পরেও এই বৈঠকগুলোকে ভারতচীনরাশিয়া পুনরায় ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রবিহীন নতুন জোট গঠনের আশঙ্কা

পশ্চিমা বিশ্লেষকরা সতর্ক করছেন, ট্রাম্পের নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত মিত্র দেশগুলো যেমন ভারত, ফ্রান্স, জাপান ও কানাডা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা জোট তৈরি করছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নেতৃত্বকে দুর্বল করতে পারে।

৬. মার্কিন অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব

উচ্চ শুল্ক নীতি শুধু পররাষ্ট্রনীতিতেই নয়, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতেও ক্ষতি করছে। রপ্তানি কমছে, উৎপাদন খরচ বাড়ছে এবং চাকরির সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে যা নিয়ে কংগ্রেস উদ্বিগ্ন।

কংগ্রেসের গভীর ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ

১. এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন

ভারত যদি চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়, তবে এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে চলে যাবে। ভারত তার জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে চীনের প্রভাব রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. চীন-নিয়ন্ত্রণ কৌশলের দুর্বলতা

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রোধ করা। কিন্তু ভারত যদি চীনের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ায় বিশেষত প্রযুক্তি, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে তবে এই কৌশল ব্যর্থ হতে পারে।

৩. রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সামরিক সহযোগিতা

ভারত রাশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম অস্ত্র ক্রেতা। যৌথ সামরিক প্রকল্প যেমন ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র (BrahMos) নিয়ে সহযোগিতা যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করছে। এসব সহযোগিতা রাশিয়াকে সংবেদনশীল প্রযুক্তি ও আঞ্চলিক তথ্যের অ্যাক্সেস দিতে পারে।

৪. মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটগুলোর দুর্বলতা

যুক্তরাষ্ট্র কোয়াড (QUAD: যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া) ও IPEF (ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক)-এর মতো জোটের মাধ্যমে এশিয়ায় প্রভাব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু ভারত যদি চীন ও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে এই জোটগুলো কার্যত দুর্বল হয়ে পড়বে।

৫. পশ্চিমবিরোধী সংগঠনে ভারতের ভূমিকা

ভারত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) ও ব্রিকস (BRICS)এর মতো সংগঠনে অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে, যেখানে চীন ও রাশিয়া নেতৃত্বে রয়েছে। এসব সংগঠন প্রায়ই পশ্চিমবিরোধী অবস্থান নেয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক প্রভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৬. রাশিয়ার জ্বালানির ওপর ভারতের নির্ভরতা বৃদ্ধি

ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভারত সস্তা রাশিয়ার তেলের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। এতে ভারতের জ্বালানি নির্ভরতা রাশিয়ার ওপর বেড়েছে এবং পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল হয়েছে।

৭. যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বৈশ্বিক নিরাপত্তা কাঠামোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি

যদি ভারত চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা গভীর করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক ব্যবস্থার স্থিতি বিপন্ন হবে। এতে নতুন এক অ্যান্টি-আমেরিকান ব্লক তৈরি হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে ওয়াশিংটনের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে।

জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে ৪ সপ্তাহের মধ্যে : শীর্ষ আদালত

নয়া দিল্লিঃ সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে- জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে ডেডলাইন দিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের দাবি, কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পহেলগাঁওয়ের মতো ঘটনা যে প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করেছে সেটাও স্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা তুলে নেওয়ার পাশাপাশি উপত্যকার পূর্ণরাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে নিয়ে দুটি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। ৩৭০ ধারা নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষোভ রয়েছে, তেমনই ক্ষোভ রয়েছে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা হারানো নিয়েও। সেই ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টাও করেছে বিজেপি। ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে উপত্যকায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবেই।

বাজার দর

SENSEX : 82500.82 +328.72

NIFTY : 25285.35 +103.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.25 টা

সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.44 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম

রুপা ›› 1,67,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর

সংক্ষিপ্ত খবর

বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইরানি নারীদের অবস্থান

তেহরান : পরিসংখ্যান দেখায় যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান, ইসলামী মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারীর মর্যাদার উন্নয়ন ও নারী ও পুরুষের সমতা অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও অধ্যয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইরানি নারীরা শক্তিশালী উপস্থিতি অর্জন করেছে। ইরানের ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি তথা মজলিসে শুরায়ে ইসলামীর (জাতীয় সংসদ) নারী ও পরিবার বিভাগের প্রধান জাহরা খোদাদাদি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে আজ ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের ৬০ শতাংশেরও বেশি নারী।ইরানি নারীরা চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন, মানবিক বিজ্ঞানের নানা শাখা, তথ্য প্রযুক্তি এবং শিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হোসেইন সিমাই-সরফ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ইরানি নারীদের স্বাগত জানানো এবং কলেজ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ সংখ্যক নারী প্রার্থীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ইরানে ঘোষিত পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য মনোনীয় প্রায় ৬৩ শতাংশ প্রার্থী নারী। অন্যদিকে, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সাইটেশন অ্যান্ড মনিটরিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন নারী গবেষক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বাধিক উদ্ধৃত গবেষকদের তালিকায় রয়েছেন। এদিকে, তেহরান মেডিকেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানি মেডিসিন অনুষদের ঐতিহ্যবাহী ফার্মেসির অধ্যাপক ড. রোজা রহিমিকে ২০২৫ সালের বায়োনোরিকা ফাইটোনিয়ারিং পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জার্মান কোম্পানি বায়োনোরিকার পক্ষ থেকে অসাধারণ গবেষকদের জন্য নির্ধারিত এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারটি ফাইটোফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের (উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ যৌগ থেকে তৈরি ওষুধ) উন্নয়ন এবং প্রয়োগে অসামান্য গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ। একজন বিশিষ্ট ইরানি নারী, নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামের ভ্রুগুক্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যানোমেডিসিনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং তিনি তিনটি জ্ঞান-ভিত্তিক পণ্য তৈরি করতে পেরে গর্বিত ১২টি পেটেন্টের ধারক এবং ৭০টিরও বেশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকল্প পরিচালনা করছেন।

তেল আবিবের ভাড়াটে সৈন্যরা গাজায় কেন ভীত সন্ত্রস্ত?

তেল আবিব ঃ গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং ভাড়াটে সৈনিকরা অত্যন্ত চিন্তিত এবং ভীত হয়ে পড়েছেন।

গাজায় সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি আবারও দেখিয়েছে যে তেল আবিব রক্তাক্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে চাইছে কিন্তু এই পরিণতির অর্থ গাজা উপত্যকায় সক্রিয় থাকা কিছু ভাড়াটে সৈনিক এবং ইসরায়েলের সাথে মিত্র গোষ্ঠীর জন্য বিস্মৃতি এবং নির্মূল। ইসরায়েলি সামরিক ও আর্থিক সহায়তার কারণে গঠিত এই গোষ্ঠীগুলো অনেকগুলো এখন একটি কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে এবং এমনকি তাদের অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতি গাজার রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা খেলায় একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে।

ভাড়াটে সৈনিকরা প্রত্যাখ্যিত হয়েছে তেল আবিবের কৌশলের শিকার

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন মুখপাত্র সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সৈন্যদের সাথে কাজ করা ভাড়াটে সৈনিকদের আর অধিকৃত অঞ্চলে স্থান থাকবে না এবং তাদের ভাগ্য তাদের একাই বহন করতে হবে। এই বিবৃতিগুলো দেখায় যে তেল আবিব এই গোষ্ঠীগুলোকে একটি জটিল খেলার গোষ্ঠী হিসাবে দেখে যার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ইসরায়েলি আর্মি রেডিওও দক্ষিণ লেবানন সেনাবাহিনীর ভাগ্যের চেয়েও খারাপ পরিণতির পূর্বাভাস দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে তাদের কিছু সদস্য হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইয়াসের আবু শাবাব গ্যাংগাজার ভাড়াটেদের প্রতীক

এই গ্রুপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ইয়াসের আবু শাবাব এর নেতৃত্বে একটি অপরাধী গ্যাং। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সশস্ত্র ও সমর্থিত এই গ্রুপটি মানবিক সাহায্য চুরি করে গাজার অবরুদ্ধ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এই ভাড়াটে সৈন্যরা এমনকি তাদের অভিযানকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবিরোধী লোগোসহ সামরিক পোশাক পরে,একই সাথে দখলদার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সরাসরি তাদের আদেশ গ্রহণ করে।

তেল আবিবের দেশীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো জন্য প্রকাশ্য সমর্থন

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আভিগডোর লিবারম্যান এবং ইয়ার ল্যাপিডসহ বিশিষ্ট ইসরায়েলি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা গাজা উপত্যকায় আইএসআইএস-অনুমোদিত মিলিশিয়াদের প্রতি নেতানিয়াহু সরকারের সমর্থনের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সমর্থনের মধ্যে রয়েছে গাজার অভ্যন্তরে নিরাপত্তাহীনতা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি করা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ফ্রন্টকে দুর্বল করার লক্ষ্যে এই গ্রুপগুলোকে অর্থায়ন এবং অস্ত্র সরবরাহ করা। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এই পদক্ষেপগুলো তেল আবিবের গাজার অভ্যন্তরে দক্ষিণ লেবাননের সেনাবাহিনীর একটি সংস্করণ তৈরি করার এবং এই অঞ্চলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা।

ইহুদিবাদী সরকারের জন্য হতাশাজনক পরিণতি

তেল আবিবের প্রকাশ্য সমর্থন সত্ত্বেও, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এই ভাড়াটে গোষ্ঠীগুলোকে গোয়েন্দা এবং সামরিক আক্রমণের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে লক্ষ্যবস্তু করেছে। হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জউদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড, জৈনবাদী সেনাবাহিনীর জঙ্গি এবং বিশেষ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সফল অভিযানের ভিডিও প্রকাশ করেছে, যা দেখায় যে এই গোষ্ঠীগুলো কেবল প্রতিরোধ ফ্রন্টের নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়, বরং গুরুতর পরাজয়েরও সম্মুখীন হয়েছে।

গাজা যুদ্ধবিরতি এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর পুড়ে যাওয়া দালালদের এক ঘরে করে তুলেছে যারা স্থানীয় ভাড়াটেদের ভূমিকা পালন করেছিল এবং তেল আবিবের সমর্থন থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আর্থিক ও অস্ত্র সহায়তায় পরিচালিত এই ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলো এখন বিচ্ছিন্নতা এবং ভয়ের মধ্যে বাস করছে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এই ভাড়াটে গোষ্ঠীগুলা কেবল ইসরায়েলি শাসনের বিভাজন এবং নিরাপত্তাহীনতা তৈরির লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়নি, বরং তারা তেল আবিবের ব্যর্থ নীতির শিকারও হয়েছে। গাজা উপত্যকায় এই ভাড়াটে বাহিনীগুলোর ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, তবে যা স্পষ্ট তা হল ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ শক্তিশালী এবং অবিচল থাকবে।

ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠী কি দ্বিতীয় ইয়াহিয়া সিনওয়ার ইব্রাহিম হামেদকে মুক্তি দিতে রাজি হবে?

তেল আবিবঃ গণমাধ্যম সূত্রের মতে, বন্দি বিনিময় আলোচনায় ইব্রাহিম হামেদের নাম আবারও উল্লেখ করা হয়েছে একজন কমান্ডার যাকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা (শাবাক) তাকে ইয়াহিয়া সিনওয়ারেরও উপরের লোক বলে মনে করে এবং যিনি বছরের পর বছর ধরে ৫৪ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করে শাসকগোষ্ঠীর কারাগারে প্রতিরোধের প্রতীক

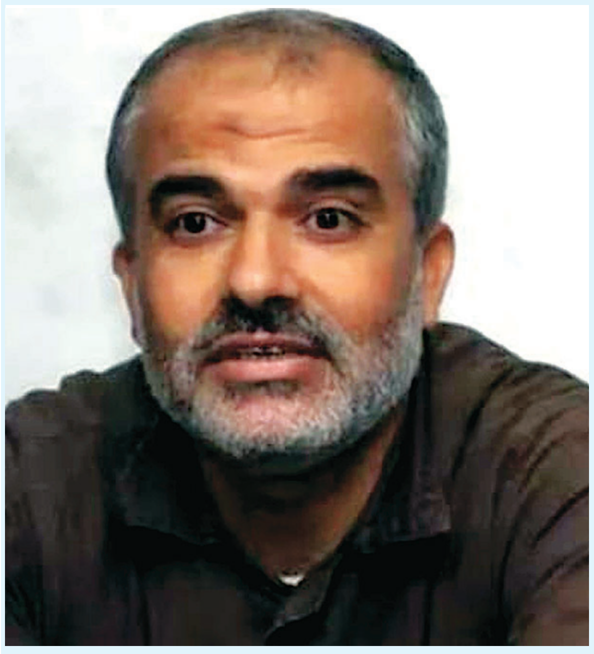

হয়ে আছেন।

ইহুদিবাদী সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহারোনোট জানিয়েছে যে মিশরে শার্ম আল-শেখ আলোচনার সময়, হামাস পশ্চিম তীরে আন্দোলনের সামরিক শাখার প্রাক্তন কমান্ডার ইব্রাহিম হামেদের মুক্তি দাবি করেছিল। এই সময় ইসরায়েলি নিরাপত্তা সূত্রগুলি বলছে যে হামেদের ইয়াহিয়া সিনওয়ারের সমান এবং তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা রয়েছে। ইব্রাহিম হামেদ দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় হামাসের শহীদ অভিযানের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে পরিচিত এবং বছরের পর বছর ধরে শাবাক তাকে অনুসরণ করে এবং অবশেষে ২০০৬ সালে ইসরায়েলি বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং ২০১২ সালে তাকে ৫৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

হিব্রু মিডিয়া বলছে যে হামাসের সাথে আলোচনার সময় মারওয়ান আল-বারগুথি এবং আহমেদ সাদাত সহ ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মুক্তির বিরোধিতা করে আসছে ইসরায়েল এবং ইব্রাহিম হামেদ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট বন্দীদের মুক্তিতে সম্মত হয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। বন্দী বিনিময় চুক্তির আলোচনার কাঠামোর মধ্যে এই অনুরোধ করা হয়েছিল, যা হামাস আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে আংশিকভাবে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯৬৫ সালে পশ্চিম তীরের রামাল্লাহর পূর্বে সিলওয়াদ শহরে জন্মগ্রহণকারী ইব্রাহিম হামেদ পশ্চিম তীরের হামাস আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট সামরিক কমান্ডার। তিনি বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং ১৯৯০ সাল থেকে হামাসের সামরিক কাঠামোতে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ১৯৯৮ সালে দুই জ্যেষ্ঠ হামাস কমান্ডার, ইমাদ এবং আদেল আওয়াদাল্লাহ শহীদ হওয়ার পর, হামেদ পশ্চিম তীরে হামাসের সামরিক শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

শিন বেত তাকে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় কয়েক ডজন সামরিক ও আত্মঘাতী অভিযানের প্রধান পরিকল্পনাকারী বলে মনে করে যার মধ্যে রয়েছে গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণ, সামরিক স্থাপনাগুলিতে আক্রমণ এবং শহীদ অভিযান, যার মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলি সূত্র অনুসারে, কয়েক ডজন সৈন্য এবং বসতি স্থাপনকারীদের হত্যা করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের পর থেকে, হামেদকে ইসরায়েলি কারাগারে নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তবে, ইসরায়েলি মিডিয়া অনুসারে, জিজ্ঞাসাবাদের কোনও পদ্ধতিই তাকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করতে পারেনি। শিন বেত তাকে অটুট পাথর হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং স্বীকার করেছে যে হামেদের চেয়ে কোনও বন্দীর বিরুদ্ধে তারা কখনও এত অসহায় ছিল না।

ইব্রাহিম হামেদকে তার পরিবারের কাছ থেকে দেখা করতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং কারাগারের কঠোর অবস্থার কারণে গুরুতর শারীরিক আঘাত পেয়েছেন, যার মধ্যে একটি ছিঁড়ে যাওয়া ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এবং একটি হার্নিয়েটেড ডিস্কও রয়েছে। স্ত্রীর মুক্তির পর তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরও জর্ডানে নির্বাসিত করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বন্দী বিনিময় আলোচনায় ইব্রাহিম হামেদের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসরায়েলি কারাগারে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীকী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে তিনি এখনও রয়েছেন।

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে, প্রথম পর্যায়ে, যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পরে, হামাস একসাথে ২০ জন জীবিত ইসরায়েলি বন্দীকে হস্তান্তর করবে এবং ইসরায়েল ২০০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে ২৫০ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন এবং ১,৭০০ জন গত দুই বছর ধরে আটক রয়েছেন।

'সিরিয়ায় নির্বাচনের নামে সার্কাস! এখানে তরবারিগুলোই ক্ষমতায়!'

সিরিয়া ঃ এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কের আরবিভাষী ব্যবহারকারীরা সিরিয়ার সংসদ নির্বাচনকে প্রহসন বলে অভিহিত করেছেন।

বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ার প্রথম পার্লামেন্টের নির্বাচনী প্রক্রিয়া রবিবার শেষ হয়েছে। এই নির্বাচনে, নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে ১৪০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মোহাম্মদ আল-জোলানি অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ (৭০ জন সদস্য) নিযগে করবেন, যার ফলে সংসদীয় আসনের মোট সংখ্যা ২১০-এ পৌঁছাবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ঙ্গ-এর আরবিভাষী ব্যবহারকারীরা সিরিয়ার সংসদ নির্বাচনকে প্রতীকী এবং হাস্যকর বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে, ফাহাদ আল-কাঞ্জ নামের একজন ইউজার লিখেছেন, কীসের নির্বাচন? সমস্ত সিরিয় নাগরিক এই হাসির নাটক তথা প্রহসন বয়কট করেছে। তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ৭,০০০ কর্মচারীকে ভোটার হিসেবে নিয়োগ করেছে এবং বেশ কিছু সুবিধাভোগীর নাম ঘোষণা করেছে।

আরেকজন এক্স ব্যবহারকারী সোমান হাসান সিরিয়ার সাম্প্রতিক সংসদীয় নির্বাচনকে নিয়োগদান হিসেবে অভিহিত করে লিখেছেন, এগুলো নির্বাচন ছিল না, বরং ছিল নিযগে দান, এবং এগুলো আমাদের গোত্রীয় রাজাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি তথাকথিত গণ-পরিষদের নামে সিরিয়াকে বিক্রি করার কাজে আল-জোলানির সিদ্ধান্তগুলোকে বৈধতা দেয়ার একটি খেলা।

আথ-থাইর শরীফও হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখেছেন যে আল-জুলানির মাধ্যমে সিরিয়ানদের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। তিনি লিখেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ-জুলানি সিরিয়ানদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে তিনি সিরিয়াকে মুক্ত করেছেন, তবে সিরিয়ানদের সতর্ক থাকা উচিত।

একজন এক্স কর্মী রান্ডা কাসিসও সিরিয়ার সংসদীয় নির্বাচনের সমালোচনা করে লিখেছেন, নির্বাচন নয়, বরং সিরিয়ার নির্বাচনী সার্কাস! এটা কেমন নির্বাচন যখন পার্লামেন্টের এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে আল-জোলানি নিজেই নির্বাচন করেছেন? আরেক এক-তৃতীয়াংশ কথিত জনপ্রতিনিধি বা সাংসদ নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে কেবল একটি বিশেষ কমিটি যে কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা হয়েছে আল-জোলানির মাধ্যমে এবং কেবল শেষ এক-তৃতীয়াংশ আসন সাধারণ শ্রেণীর ভোটারদের জন্য সংরক্ষিত - তবে এই শর্তে যে এই ভোটারদেরকে আল-জোলানির প্রতি তাদের চিরন্তন আনুগত্য ঘোষণা করতে হবে! যেহেতু এই সন্ত্রাসী নেতা ও তথাকথি বুদ্ধিজীবি নির্বাচন সংস্কারের শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাই তিনি সিরিয়ানদের নির্বাচন সম্পর্কে চিন্তা করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল-জোলানি সরকার আমাদের কাছ থেকে আশা করে যে আমরা বসে এই দুর্বল হাসির নাটক বা কমেডিটির প্রশংসা করব যা একটি মার্কিন কমেডির কথা মনে করিয়ে দেয়।

আরেকজন আরবিভাষী ইউজার মাজদি লিখেছেন সিরিয়া কোথায় এবং সিরিয়ার জনগণ কোথায়? সিরিয়ার ভূমিতে কিছু মিলিশিয়া এবং কয়েকটি গ্যাং ছাড়া আর কিছুই নেই। জোলানি সিরিয়ার জনগণকে ছাড়াই নির্বাচন করেছেন। তরবারিগুলোই এখন সিরিয়াকে শাসন করছে।

ইয়াসির আমজাদও লিখেছেন, সিরিয়াকে ইসরায়েলের হাতে তুলে দেয়া আইসিসের খুনি ও অপরাধী সদস্যদের নির্বাচন নিয়ে কি আমাদের খুশি হওয়া উচিত? ইসরায়েলি বাহিনীর ছায়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব কোথায় থাকল?

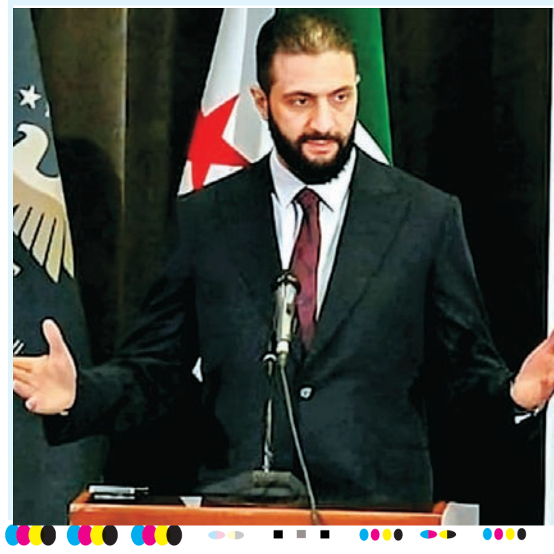

'গুপ্তচরবৃত্তি করলে বন্ধুহীন হয়ে যাবে'

তেহরান ঃ বর্তমান যুগে আমরা আগের চেয়েও বেশি মাত্রায় একে অপরের জীবনে উপস্থিত আমাদের ঘরের জানালার আড়াল থেকে নয়, বরং সাইবারস্পেসে আমাদের ফোনের পর্দার আড়াল থেকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে। এই স্থানটি যোগাযোগ, সচেতনতা এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা লেনদেন অনেক সুযোগ এনে দেয় কিন্তু একই সাথে এটি এক বিশাল মহামারীও তৈরি করেছে। আর এই মহামারী হল অন্যদের জীবনের বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও অনুসন্ধান করা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, সবচেয়ে খারাপ মানুষ হল খারাপ অনুমানকারীরা, আর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সন্দেহকারী মানুষ হল তারা যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় তথা গুপ্তচরবৃত্তি করে সবচেয়ে ছিদ্রান্বেষী হল তারা যারা অনেক কথা বলে, আর সবচেয়ে খারাপ বাঁচাল তারা যারা ঘৃণা ছড়ায়। ইসলামের মহানবী-সা আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যদি তুমি মানুষের গোপন রহস্য ও ত্রুটিগুলি আবিষ্কার করতে চাও, তাহলে তুমি তাদের ধ্বংস করবে অথবা ধ্বংস করার চেষ্টা করবে (সুনান আবি দাউদ, খণ্ড ২, পৃ. ৪৫৩)। ইসলামের পবিত্র নবীর পবিত্র বংশধারা বা আহলে বাইতের অন্যতম ইমাম সাদিকের একটি বাণীতে বলা হয়েছে, মানুষের দোষ ত্রুটি বের করার চেষ্টা করো না, কারণ তাহলে তুমি বন্ধুহীন থাকবে (মিজান-উল-হিকমাহ, খণ্ড ২, পৃ. ৭৩১)। এই হাদিসগুলো দেখায় যে গুপ্তচরবৃত্তি কেবল একটি নৈতিক অন্যায় নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কের ওপরও এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছে, আস্থা হারানো থেকে শুরু করে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত।

গুপ্তচরবৃত্তি এড়িয়ে চলার জন্য ইসলামিক উপদেশ

আত্ম-উন্নয়নের উপর মনোযোগ দিন, অন্যের জীবন অনুসরণ করে সময় ব্যয় করার পরিবর্তে, আপনার নিজের ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে মনোযোগ দিন। সুধারণা রাখুন, যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু দেখি, তখন তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা হতাশাবাদী হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের সর্বোত্তম ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা, যদি কেউ তাদের জীবনের একটি অংশ প্রকাশ না করে, তাহলে আমাদের তা আবিষ্কার করার কোন অধিকার নেই।

কথা বলা এবং লেখায় সংযম, আমরা কারো সম্পর্কে কিছু জানলেও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা মানহানি এবং নজরদারির উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

পরকালের দায়িত্বের স্মারক, প্রতিটি ক্লিক, প্রতিটি দৃষ্টি এবং প্রতিটি শব্দ রেকর্ড করা হয় এই সত্যে বিশ্বাস গোপনে নজরদারি করা বা গুপ্তচরবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বোত্তম বাধা।

আজকের দিনটি

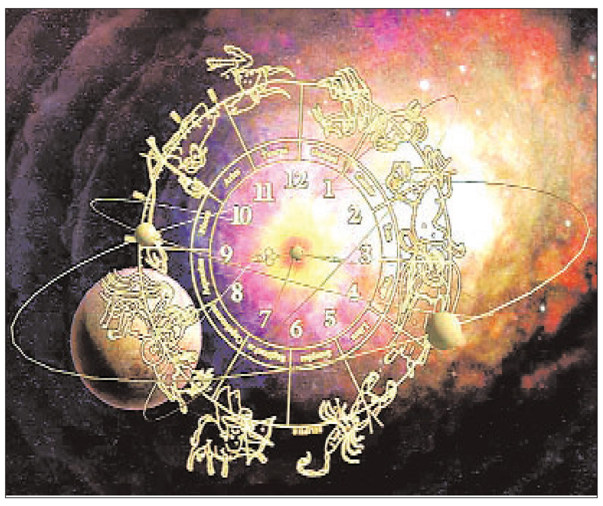

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

এবার জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার দুই দেহরক্ষীকে গ্রেফতার এসআইটির, বিভিন্ন ব্যক্তিদের জেরা

জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নে যাওয়া সুস্মিতা গোস্বামীকে রাজ্যে ডেকে আনার সম্ভাবনা, গ্রেপ্তার হওয়া প্রত্যেক জনের জন্য কারাগারে বিশেষ ব্যবস্থা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের হৃদয়ের আপন শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে নতুন তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে তদন্তকারী সংস্থা এসআইটি। তবে এবার জুবিনের পিএসও হিসেবে কর্মরত থাকা অসম পুলিশের বিশেষ শাখার হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরাকে অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতে হাজির করানোর পর দুইজনকে পাঁচ দিনের হেফাজতের নির্দেশ এসেছে। নিজেদের হেফাজতে পেয়ে এবার তাদের ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এসআইটি। এছাড়া জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নে যাওয়া সুস্মিতা গোস্বামীকে রাজ্যে ডেকে আনার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত জুবিনের দুই দেওরক্ষী হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরাকে ইতিমধ্যে চার দিন জেরা করেছে এসআইটি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের ব্যাংকের একাউন্টে বহু টাকার লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। বিশেষ করে পরেশ বৈশ্যের একাউন্টে ৭৫ লক্ষ টাকা এবং নন্দেশ্বর বরার একাউন্টে ৪৫ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। তবে তাদের যুক্তি হলো জুবিন স্বয়ং তাদের টাকা অ্যাকাউন্ট রাখতে দিয়েছেন। বিভিন্ন কারণে সাহায্য চাইতে আসা ব্যক্তিদের জুবিন তাদের একাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করতেন। তবে এই বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। এর ফলে দুইজনকে বারংবার ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অবশেষে শুক্রবার তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। জুবিনের দুইজন দেহরক্ষীর গ্রেফতারের পর এই মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা সাত জনে পৌঁছে গেছে।

অন্যদিকে জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নিযোজিত এসআইটি এদিনও বিভিন্ন ব্যক্তিদের ডেকে পাঠিয়ে জেরা করেছে। বিশেষ করে জুবিনের মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে থাকা সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নে যাওয়া সুস্মিতা গোস্বামীকে রাজ্যে ডেকে আনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সাংবাদিকরা সুস্মিতা গোস্বামীর বাবার সঙ্গে টেলিফোনে প্রশ্ন করার বিপরীতে তিনি বলেছেন তার কন্যা সিঙ্গাপুরে অধ্যয়ন করতে গেছে। সেদিন সিঙ্গাপুরে থাকা অসম অ্যাসোসিয়েশন থেকে মেয়েকে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে জুবিনের মৃত্যুর মতো এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে এসআইটি যদি মনে করে সুস্মিতা গোস্বামী রাজ্যে এসে নিজের বক্তব্য তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখে তুলে ধরবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তার বাবা।

অন্যদিকে জুবিনে মৃত্যুর তদন্তে ইতিমধ্যে গ্রেফতার হওয়া সাতজন ব্যক্তির জন্য গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্য কয়েদির পক্ষ থেকে পৃথকভাবে দুটি কক্ষ এই সাতজনের জন্য করেছে কর্তৃপক্ষ। এক অক্ষর দুটিতে পৃথকভাবে শৌচাগার এবং স্থানাগার থাকবে। দুটি কক্ষে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। অন্য কয়েদি যাতে এই দুটি কক্ষে আসতে না পারে সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্য কয়দিরা তাদের আক্রমণ করতে পারে এ আশঙ্কায় এই ধরনের ব্যবস্থা করেছে কারাগার কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য আগামী ১৪ অক্টোবর পাঁচ অভিযুক্তের এস আই টি হেফাজত শেষ হবে। যদি তাদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয় তাহলে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে নতুনভাবে তৈরি করা এই দুটি কক্ষে তাদের রাখা হবে বলে জানা গেছে।

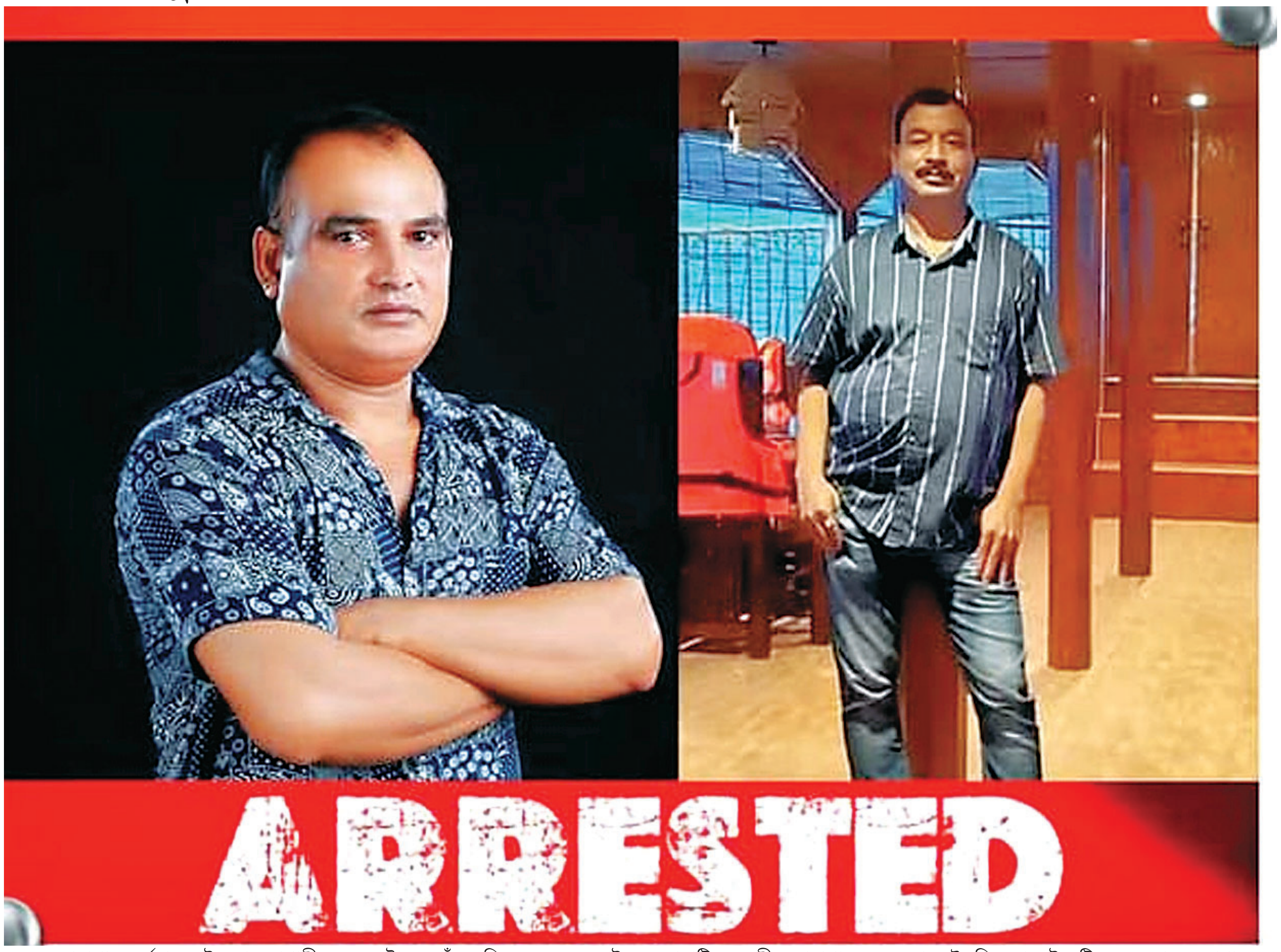

ইরানের তেলবাহী জাহাজ চলাচলে মার্কিন হস্তক্ষেপের জবাব দেওয়া হবে ঃ বুরোজের্দি

তেহরান ঃ ইরানের সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক কমিশনের সদস্য আলাউদ্দিন বুরোজেরদি বলেছেন, যদি আমেরিকা আমাদের তেলবাহী জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে চায় বা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাদের এটা মনে রাখতে হবে– এটা একমুখী নয়, এর জবাব দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, সাগরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শক্তি ও ক্ষমতা মার্কিনীদের কাছে স্পষ্ট এবং তারা আগেও এই সক্ষমতা অনুভব করেছে। ইরানি জাহাজ চলাচলে সমস্যা তৈরির প্রচেষ্টা বিনা জবাবে পার পাবে না।

ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধানের সঙ্গে এই কমিশনের সদস্যদের সাম্প্রতিক বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংসদের পাশকৃত আইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পারমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হবে। পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান নানা ক্ষেত্রে পরমাণু প্রযুক্তি বিশেষকরে কৃষি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা যেমন ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষত নিরাময়ের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

বুরোজের্দি বলেন, পারমাণু প্রযুক্তি ভিত্তিক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি ইতিমধ্যেই ইরানে আরও উন্নত হয়েছে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করতে সক্ষম এবং এ পর্যন্ত এই পদ্ধতির মাধ্যমে ২ হাজার রোগীর জীবন বাঁচানো হয়েছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ।

সম্পাদকীয়

গাজায় যুদ্ধবিরতিতে কে জিতল ইসরায়েল নাকি হামাস?

মিসরের উপকূলীয় পর্যটন শহর শারম আল শেখ–এ টানা তিন দিন ধরে আলোচনার পর বৃহস্পতিবার হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষিত হয়েছে। সেখানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, মিসর ও তুরস্ক। আগের দিন থেকেই অবশ্যই যুদ্ধবিরতির রেশ ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডসহ আরব বিশ্বে এবং সারা দুনিয়ায়। বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ইসরায়েল ও হামাস যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। তখন থেকে শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল, কবে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি সম্পন্ন হচ্ছে। অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত যুদ্ধবিরতিটি সম্পন্ন হলো। এখন আলোচনা হতে পারে, এই শান্তিচুক্তি বা অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে কে জিতল, কে হারল? আমরা অনেক লম্বা–চওড়া আলোচনায় না গিয়ে সহজ দুটি মানদণ্ডে বিষয়টা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। যে পক্ষে উৎসব হচ্ছে, ধরে নেওয়া যায় তারা খুশি এবং নিজেদের বিজয়ী মনে করছে। এই মানদণ্ডে দেখলে দেখব ফিলিস্তিনিরা উল্লাস করছে। গাজায় সাংবাদিকেরা হেঁটে হেঁটে অন্ধকার রাতে, মুঠোফোনের বাতি জ্বালিয়ে মানুষকে শান্তিচুক্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন। যাদের কাছে ইন্টারনেট নেই, তাদের কাছে যুদ্ধবিরতির খবর পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা। আল আকসা হাসপাতালের সামনে, খান ইউনিসে ফিলিস্তিনিরা জড়ো হয়ে উৎসবে মেতেছেন। অপর দিকে ইসরায়েলিদের ভেতর নেমে এসেছে কবরের নিস্তব্ধতা। হামাসের হাতে জিম্মিদের আত্মীয়স্বজনেরা নিজ স্বজনদের মুক্তির আশায় খুশি। সেটি কি যুদ্ধজয়ের খুশি বলা যায়? নিশ্চয়ই না। যুদ্ধজয়ের গল্প আওড়ে যাচ্ছেন একমাত্র বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। কিন্তু সেটা তাঁর সেনাবাহিনী, তাঁর মন্ত্রিসভার কেউই বিশ্বাস করছেন না। সাধারণ ইসরায়েলিদের কথা নাইবা বললাম। তেল আবিবের রাস্তায় স্কাই নিউজের সাংবাদিকের করা প্রশ্নে একজন সাধারণ ইসরায়েলি নাগরিক বলছেন, ‘এটা বন্দীদের জন্য, ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য, গোটা পশ্চিমের জন্যই একটা খারাপ সংবাদ।’ ফিলিস্তিনিরা তথা গাজাবাসী এ জন্যও খুশি যে তাঁরা এখন খাবার পাবেন, চিকিৎসা পাবেন, ঘরে ফিরতে পারবেন। তাঁদের এ খুশি যুদ্ধজয়ের জন্য নয়এই তর্ক তোলা যেতেই পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় মানদণ্ডে যাই। হামাসের প্রধান লক্ষ্য ছিল কী ছিল সেটি দেখি শুরুতে। ২০২৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জাতিসংঘের ভাষণে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের একটি মানচিত্র দেখান, যেখানে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন বলে কোনো ভূখণ্ড নেই। অর্থাৎ ফিলিস্তিন অতীত। আরবদের, বিশ্বমোড়লদের, ইসরায়েলের কেউই মনে করছে না এখানে ফিলিস্তিন নামে কোনো ভূখণ্ড আছে। ফিলিস্তিনি নামে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো একটা জাতিগোষ্ঠী আছে। হামাসের মূল লক্ষ্য ছিল, ফিলিস্তিনকে ফিরিয়ে আনা আরবদের মুখে, বিশ্বমোড়লদের মুখে, এমনকি ইসরায়েলিদের মুখেও। এই উদ্দেশ্য কি সাধিত হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে। বলা যায়, এ কাজে শতভাগ সফল হামাস এবং ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী ও লড়াকু মানুষেরা। যেখানে আরব শাসকেরা, এমনকি দেশভেদে আমজনতা পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে বলি দিতে, ফিলিস্তিনকে মুছে দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে দুই বছর পর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জন্মের পর থেকে জায়নিজমের একনিষ্ঠ সমর্থক বরং সঠিক শব্দে বললে জায়নিজমের জন্মদাতারা ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেসব রাষ্ট্রের উদরে জায়নিজম আর ইসরায়েলের জন্ম, সেসব রাষ্ট্রের রাজপথ এখন ফিলিস্তিনের স্লোগানে মুখরিত। ফিলিস্তিন মুছে যাওয়ার পরিবর্তে বরং গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরো দুনিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ ডজন ডজন নৌকা নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। ক্রমাগত, একের পর এক। গাজাবাসীও তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। তাঁদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছেন সমুদ্রতীরে। পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় ফিলিস্তিনের নামে স্লোগান দিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছেফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি। তো, ইসরায়েল কি ফিলিস্তিনকে মুছে দিতে পেরেছে? পারেনি। মুছে দিতে চেয়েছিল? হ্যাঁ, চেয়েছিল। সারা দুনিয়ার শতকোটি মানুষ এখন ফিলিস্তিনকে হৃদয়ে ধারণ করে। ফিলিস্তিন ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। ফিলিস্তিন এখন আর মধ্যপ্রাচ্যে নয়, শতকোটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়। ২০ বছর ধরে অবরুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, অস্ত্রহীন একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী টানা দুই বছর ধরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারে, এমনকি শেষ পর্যন্ত শান্তিচুক্তিতে বসতে বাধ্য করতে পারে ২০২৩ সালের ৬ অক্টোবর এটা অবিশ্বাস্য ঠেকে থাকতে পারে, কিন্তু আজকের পৃথিবীতে এটাই ধ্রুব সত্য। এটাই বাস্তব। অপর দিকে ইসরায়েল ও জায়নিজমের অবস্থার দিকে তাকাই। ইহুদি রাষ্ট্রটি আজকে পুরো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। এ কথা শুনে অনেকে অবাক হচ্ছেন তো? তাহলে কিছু নমুনা দেওয়া যাক। গত ৮ জুলাই প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, স্পেনের ভিগো শহরের মিমাসা রেস্টুরেন্টের মালিক একদল ইসরায়েলি পর্যটককে রেস্টুরেন্ট থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রথমে তাঁদের তুর্কি ভেবেছিলেন। যখনই জানতে পারলেন তাঁরা ইসরায়েলি, দুপুরের খাবার পরিবেশনের পরিবর্তে তাঁদের রেস্টুরেন্ট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অনুরূপ ঘটনা ইতালি, থাইল্যান্ডের মতো দেশেও ঘটেছে। ইসরায়েলিরা পয়সা দিয়ে খেতে গেলেও খাবার পাচ্ছেন না। নেদারল্যান্ডসের মতো দেশে ইসরায়েলি পর্যটকেরা পার্কে হামলার শিকার হন। কারণ, ডাচরা তাদের দেশে ‘ফিলিস্তিনের খুনিদের’ পর্যটক হিসেবে চায় না। মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠান, যাদের প্রযুক্তিতে গাজায় গণহত্যা সম্ভব হয়েছে, তারাও অবশেষে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে কিছু চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ইসরায়েলকে বয়কট করার শক্তিশালী আন্দোলন ‘বয়কট, ডিভেস্টমেন্ট অ্যান্ড স্যাংশনস’ (বিডিএস)এর তথ্যমতে, ইসরায়েলি স্টার্টআপগুলোতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৯০ শতাংশ কমে গেছে। ফলে বলতেই হয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিকসব দিক থেকে ইসরায়েল বর্তমানে একটা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। হামাসের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, তথাকথিত আব্রাহাম অ্যাকর্ড বন্ধ করা। সেটি কি বন্ধ হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে। আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কোর পর ২২ সেপ্টেম্বরের ভাষণে নেতানিয়াহু খোদ সৌদি আরব আব্রাহাম অ্যাকর্ডে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। যে মানচিত্রে ফিলিস্তিন বলে কিছু ছিল না, পুরোটাই ছিল ইসরায়েল সেই ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের শান্তিচুক্তি ফিলিস্তিনিদের নির্মম বলিদান বৈ কিছুই নয়। হামাস জানত, ফিলিস্তিনিরা আগেও পরাধীন ছিল, এখনো পরাধীন থাকবে। আগেও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উন্মুক্ত কারাগারে ছিল, এখনো থাকবে। তাদের প্রাপ্তির কিছু নেই, কিন্তু হারানোর ছিল। অতি নগণ্য স্বার্থের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া সফেদ লম্বা লেবাস পরা, ‘ইয়া হাবিবি’ বলা আরব শাসকদের আপস বা দালালির পরও ফিলিস্তিনকে ‘হারিয়ে যাওয়া’ থেকে রক্ষা করতে পেরেছে হামাস ও গাজার মুক্তিকামী মানুষেরা। হামাসের লক্ষ্য অর্জনের বিপরীতে ইসরায়েলের লক্ষ্য কী ছিল, সেই লক্ষ্যে তারা কতটা পৌঁছাতে পেরেছে সেটি দেখে নেওয়া যাক। ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল মোটাদাগে তিনটি। এক. বন্দীদের মুক্ত করা। তারা কি সেটা পেরেছে? পারেনি। আনুষ্ঠানিক হিসাবে ৬৬ হাজারের বেশি কিন্তু কার্যত এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মানুষ হত্যা করেও জিম্মিদের তারা মুক্ত করতে পারেনি। দুই. হামাসকে নির্মূল করা। এটাও কি পেরেছে? পারেনি। তিন. গাজাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, যেন সেটা আর কোনো দিন ইসরায়েলের জন্য হুমকি না হয়। ইসরায়েলের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি? এখনো পুরোপুরি নয়। ভবিষ্যতে সেটি নিশ্চিতভাবে হবে কি না, সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির পর নেতানিয়াহুর সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

সাইমন স্পিকম্যান কর্ডাল
সাংবাদিক

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলি সমাজে প্রায় একই রকম আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের হামলায় যারা বন্দী হয়েছিলেন, তাদের পরিবারের সদস্যরা চুক্তি ঘোষণার পর তেল আবিবে উল্লাস করেছেন।

তবে গাজায় দুই বছরের যুদ্ধ ইসরায়েলি সমাজে ফাটল ধরিয়েছে। গাজায় গণহত্যার বিরোধিতাকারী ইসরায়েলিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন এবং তারা এক প্রকার সমাজচ্যুত। অন্যদিকে, এই যুদ্ধকে সমর্থনকারীরা ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নিন্দার ঝড় উঠায় বেশ ক্ষুব্ধ।

বার্লিন থেকে ইসরায়েলি রাজনৈতিক বিশ্লেষক নিম্রোড ফ্ল্যাশেনবার্গ বলেন, ‘যুদ্ধবিরতির খবরটা পাওয়ার পর আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। এটা সত্যিই বিশাল ঘটনা। এটা ইসরায়েলজুড়ে এমন এক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে, যেন মানুষ চাপমুক্ত হচ্ছে। এটা বিশাল এক স্বস্তি।’

সাবধানী আশাবাদ ও নেতানিয়াহুকে নিয়ে সন্দেহ

কারও কারও কাছে যুদ্ধবিরতির খবরটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। অনেকের উদ্বেগ চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে, যেমনটা এই বছরের শুরুতে একটি চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। বামপন্থী হাদাশ–তা’আল পার্টির সংসদ সদস্য আইদা তোউমা–সুলেইমান বলেন, ‘সবাই খুশি। দুই বছর ধরে আমরা এর জন্যই আহ্বান জানাচ্ছিলাম। আমি গাজার ভিডিও দেখছি, তেল আবিবের টেলিভিশনগুলিতে জিম্মিদের পরিবারদের দেখছি, সবাই খুশি।’

তবে তিনি সতর্ক করে যোগ করেন, ‘এখনও সতর্কতা আছে। এমন একটা অনুভূতি কাজ করছে যে কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও আবার যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার অজুহাত খুঁজে নেবে। মানুষ এই সরকারকে বিশ্বাস করে নাশুধু গাজায় নয়, ইসরায়েলেও নয়।’

এই সন্দেহের একটি বড় অংশ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ঘিরে। তিনি এর আগে বারবার যুদ্ধ শেষ করার আহ্বানে প্রতিরোধ করেছেন। তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং বন্দীদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ ছিল যে তিনি নিজের রাজনৈতিক স্বার্থেতার জোট ধরে রাখার জন্যসংঘাতকে দীর্ঘায়িত করছেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এমনটা ইঙ্গিত করেছিলেন।

আজকের এই যুদ্ধবিরতি সেই সন্দেহ দূর করতে পারেনি। নেতানিয়াহু এখনও তার দীর্ঘদিনের দুর্নীতি মামলার রায়, ৭ অক্টোবরের হামলার আগে তার ব্যর্থতা নিয়ে তদন্ত, পাশাপাশি তার সরকারি জোটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অতি–অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের সামরিক নিয়োগের বিতর্কএই সবকিছুর মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। গাজায় যুদ্ধ চলার সময় এই ইস্যুগুলো পেছনে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু গাজায় যুদ্ধ বন্ধ হলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে।

তবে, আগামী বছরের মধ্যে বা তার আগেও নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, নেতানিয়াহু তার কিছু সাফল্য তুলে ধরতে পারেন, বিশেষত বৃহত্তর অঞ্চলে ইরান–সমর্থিত ‘প্রতিরোধী শক্তিকে’ দুর্বল করার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো গত জুনে ইরানের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধ এবং গত বছর লেবাননের হেজবুল্লাহ গোষ্ঠীর নেতৃত্বের বড় অংশকে নির্মূল করা।

অনেক ইসরায়েলি মনে করেন কাতারে হামাস নেতাদের উপর ইসরায়েলের ব্যর্থ হামলা এবং আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া মার্কিন প্রশাসনের অগ্রাধিকারকে পরিবর্তন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে চুক্তিতে সম্মত হতে ও যুদ্ধ শেষ করার কথা বলতে বাধ্য করেছে।

নেতানিয়াহুর সাবেক সহকারী ও রাজনৈতিক জরিপকারী মিচেল বারাক আল জাজিরাকে পশ্চিম জেরুজালেম থেকে বলেন, ‘নেতানিয়াহু এটাকে বিজয় হিসেবে তুলে ধরবেন। তিনি বলতে পারবেন যে যুদ্ধের শুরুতে তিনি যা যা চেয়েছিলেন, তার সবকিছুই অর্জন করেছেন। তিনি বন্দীদের ফিরিয়ে এনেছেন, হামাসকে ধ্বংস করেছেন। এর পাশাপাশি, তিনি দাবি করবেন যে এই সুযোগ ব্যবহার করে তিনি হেজবুল্লাহকে নিশ্চিহ্ন করেছেন, ইরানকে দুর্বল করেছেন এবং সিরিয়ার শাসনের পতন দেখেছেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করেছেন এবং ইসরায়েলের মুখোমুখি প্রধান হুমকিগুলোর প্রায় সবকটিই সরিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করবেন।’

নেতানিয়াহুর উগ্র ডানপন্থী জোটের অন্যরা অবশ্য এই চুক্তির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ ও জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন–গভির যুদ্ধবিরতির প্রতি বৈরী মনোভাব দেখিয়েছেন এবং সরকার থেকে বেরিয়ে যাবেন বলে দিয়েছেন। তবে, বিরোধী দল চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য সরকারকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ডানপন্থীরা চুক্তিবিরোধী অবস্থান কতটা ধরে রাখতে পারবেন তা স্পষ্ট নয়।

ট্রাম্পের হাত

যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েলি জনতা নেতানিয়াহুকে কতটা কৃতিত্ব দেবে, নাকি ট্রাম্পকে, তা স্পষ্ট নয়। গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের আন্তর্জাতিক সমালোচনার মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সবচেয়ে শক্তিশালী মিত্র ছিল। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির কস্টস অব ওয়ার প্রজেক্টের এই সপ্তাহে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিশ্চিত করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রই মূলত গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং অঞ্চল জুড়ে তার হামলাগুলোর অর্থায়ন করেছে।

তবে, অনেক ইসরায়েলি মনে করেন কাতারে হামাস নেতাদের উপর ইসরায়েলের ব্যর্থ হামলা এবং আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া মার্কিন প্রশাসনের অগ্রাধিকারকে পরিবর্তন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে চুক্তিতে সম্মত হতে ও যুদ্ধ শেষ করার কথা বলতে বাধ্য করেছে।

ফ্ল্যাশেনবার্গ বলেন, ‘আমি মনে করি ট্রাম্প, তুরস্ক ও কাতারের মতো মুসলিম ও আরব রাষ্ট্রগুলোর জোটের সাথে মিলে সম্ভবত ইসরায়েলি সরকারকে বাধ্য করতে সফল হয়েছেন। এটা আরও আগেই অর্জন করা যেত, যা থেকে বোঝা যায় ট্রাম্পই এটি চাপিয়ে দিয়েছেন।’

ভবিষ্যত অনিশ্চিত

তোউমা–সুলেইমান এই শিথিলভাবে লিখিত যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় নিয়ে বলেন, ‘নেতানিয়াহুকে প্রথম পর্যায়টি শেষ করতে হবে। আমরা সেটা জানি, তবে দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে আমাদের এখনও অনেক কিছু অজানা।’ তিনি আরও বলেন, ‘সেটা এখনও আলোচনার বিষয়এবং ইসরায়েলের পক্ষে, সেই আলোচনা এমন একটি সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে যা সম্ভবত আবার যুদ্ধ শুরু করতে চাইছে।’

তবে, যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনারকে পাঠানো একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের (যিনি কী না এই প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে জড়িত) বিরুদ্ধে পুনরায় বিরোধে যাওয়ার যেকোনো প্রচেষ্টা কঠিন হবে।

বারাক বলেন, ‘এটা কতদিন চলবে তা ট্রাম্পের ওপর নির্ভর করে। তিনি দেখিয়েছেন যে নিয়ম–নীতির তোয়াক্কা না করে তিনি যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত, কারণ তিনি নতুন নিয়ম দিয়ে নিজের খেলার নিয়ম তৈরি করেন।’

বারাক আরও বলেন, ‘ইসরায়েল সবসময় মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কিন্তু ট্রাম্প বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র এমনকি সাধারণভাবে বিদেশী মিত্রদের নিয়ে চিন্তা করেন কিনা তা আর স্পষ্ট নয়। তিনি শান্তি চান, আর নেতানিয়াহু তা জানেন। তিনি জানেন যে ট্রাম্প সত্যিই তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেনএবং সেটা হবে একটি বিপর্যয়।’

ইউরোপকে ট্রাম্পের চোখে চোখ রেখে কথা বলতেই হবে

জোসেফ ই. স্টিগলিৎজ

২০২৫ সালের ২৭ জুলাই স্কটল্যান্ডের টার্নবেরিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এক ‘প্রাথমিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি’ ঘোষণা করে। কিন্তু আসলে কোনো চুক্তি সই হয়নি। এমনকি যদি সই হতোও, সেটির খুব একটা মূল্য থাকত না। কারণ, ট্রাম্প তাঁর আগের মেয়াদেই কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যচুক্তি করেছিলেন, কিন্তু পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি নিজেই বাতিল করে দেন।

তাই ট্রাম্পের সঙ্গে যেকোনো চুক্তিই আসলে একধরনের ‘অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি’, যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্রের এই খামখেয়ালি নেতা হঠাৎ কোনো বিষয়কে নতুন নীতিতে পরিণত করেন।

তবু টার্নবেরি চুক্তির খুঁটিনাটি মনে রাখার মতো। কারণ, সেগুলো ছিল বেশ অদ্ভুত। ইউরোপের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। আর অর্থনীতি (ক্রয়ক্ষমতার হিসাবে) কেবল সামান্য ছোট। সেই হিসাবে কোনো বাণিজ্যচুক্তি হলে সেটি আনুমানিকভাবে সমান বা ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু টার্নবেরির চুক্তি ছিল সম্পূর্ণ একপেশে।

চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় পণ্যের ওপর অন্যায্য শুল্ক আরোপ করবে। আর ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করতে এবং মার্কিন জ্বালানি কিনতে প্রতিশ্রুতি দেবে।

কিন্তু বাস্তবে ইইউ এমন কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না। যেমন আমি মজা করে ইইউর বাণিজ্য আলোচকদের বলেছি, ইউরোপ এখনো কোনো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি নয়। অর্থাৎ, তারা নাগরিক বা কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট বিনিয়োগ বা ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারে না। এই সংখ্যাগুলো আসলে ট্রাম্পকে খুশি করার জন্যই দেখানো হয়েছিল, যাতে তিনি দাবি করতে পারেন যে, ‘আমেরিকা আবারও নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে বিশ্ব সরবরাহব্যবস্থার আরও বড় অংশ দখল করেছে।’

আন্তর্জাতিক আইন এতে লঙ্ঘিত হোক বা না হোক, ট্রাম্পের কাছে তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁর ধারণা, ‘বড় শক্তিগুলো তো এমনটাই করে’। যেমন একটি শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাশিয়া এটি করছে।

আমার ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হলো। এই যুদ্ধবিরতি টিকল না। মাত্র এক মাসের মধ্যে ট্রাম্প আবার ইউরোপকে হুমকি দিতে শুরু করলেন। এবার হুমকি দিলেন ইইউর ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাক্ট ও ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট নিয়ে।

এই আইনগুলোর উদ্দেশ্য হলো ইউরোপের বাজারে ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর নেতিবাচক প্রভাব কমানো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই আইনগুলোর মাধ্যমে ইউরোপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণা ছড়ানো ও ভুয়া তথ্যের অ্যালগরিদমিক প্রচার রোধে ‘বিষয়বস্তুর পরিমিতি’ বাধ্যতামূলক করেছে। এ ছাড়া ইউরোপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা সেই সব বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানির ওপর কর বসাবে, যারা ব্যবহারকারীদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি কর ফাঁকি দিতেও পারদর্শী। ট্রাম্প ভাবছেন, আসলে এই আইনগুলো যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী নয়। এগুলো ইউরোপে কার্যরত সব কোম্পানির জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এই আইনগুলো এসেছে এক দীর্ঘ আলোচনার ও পর্যালোচনার প্রক্রিয়া থেকে। সেখানে ইউরোপীয় আইনপ্রণেতা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো দ্রুত বদলে যাওয়া প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন দিক ভালোভাবে বিবেচনা করেছে। অবশ্য মতানৈক্যও ছিল। অনেকে বলেছিলেন, নিয়মগুলো অতিরিক্ত কঠোর। কিন্তু অনেকের মতো আমি উল্টো মনে করি। আমি মনে করি, নিয়মগুলো যথেষ্ট কঠোর নয়।

প্রযুক্তি জায়ান্টরা এখনো অত্যধিক বাজারক্ষমতা ধরে রেখেছে। তারা কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকারকে এখনো লঙ্ঘন করছে। এর ফলে ইউরোপীয় সমাজ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এখন ইউরোপের সামনে মূল প্রশ্ন হলো ঃ

তারা কি প্রযুক্তি–অলিগার্কদের দ্বারা পরিচালিত এক স্বেচ্ছাচারী, জনতুষ্টিবাদী নেতার চাপে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতিকে ত্যাগ করবে?

ট্রাম্প বারবার দেখিয়েছেন, তিনি নিজের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ ধনকুবের সমর্থকদের স্বার্থে কাজ করেন, আমেরিকার জনগণের নয়। আর ইউরোপের স্বার্থের তো নয়ই।

আমরা এখন এতটাই অভিজ্ঞ যে জানি, একবার নতি স্বীকার করলে পরবর্তী সময়ে ট্রাম্পের দিক থেকে আরও বড় আবদার আসবে।

তাই ট্রাম্পের মতো ব্যক্তিগত আবেগ, ভুল অর্থনৈতিক ধারণা ও অপূরণীয় ক্ষোভে চালিত এক প্রেসিডেন্টরূপী রাজার সঙ্গে আপস করার কোনো মানে হয় না। ইউরোপের মূল্যবোধ এত সস্তা নয় যে তা বেচে দেওয়া যায়।

হ্যাঁ, ট্রাম্পের বিরোধিতা করলে কিছু স্বল্পমেয়াদি ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে সেই সব প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ক্ষতি হতে পারে, যারা মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু অর্থনীতির মৌলিক নিয়ম বলছে, বাণিজ্যে লাভ তখনই হয়, যখন তা ন্যায্য শর্তে হয়। আর ট্রাম্প যা করছেন, তা হলো বিশ্ব সরবরাহ চেইন থেকে যতটা সম্ভব মূল্য ‘নিংড়ে নেওয়ার’ চেষ্টা। এতে ইউরোপের লাভ কমে গিয়ে উল্টো ক্ষতিতেও পরিণত হতে পারে।

আসলে ইউরোপের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী। সে ট্রাম্পের শুল্কনীতি সামলাতে পারবে। বিশেষ করে এখন, যখন ইউরোপ ইউক্রেন যুদ্ধে জেতার জন্য সামরিক বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে, তখন বোঝা যাচ্ছে এই ধাক্কা তারা সামলাতে পারবে।

আর মনে রাখতে হবে, ট্রাম্পকে মেনে চলার চেয়ে তাঁর বিরোধিতা করায় মাশুল অনেক কম দিতে হবে। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে নীতি (যেখানে ‘আইনের শাসন’ ছিল মূল ভিত্তি), সেই নীতিই বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দিয়েছে।

আইনের শাসন ভেঙে গেলে বাজার আর ন্যায়সংগত বা কার্যকর ফল দেয় না। বিনিয়োগ কমে যায়, প্রবৃদ্ধি থেমে যায় আর গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং যখন ট্রাম্পের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, ট্রাম্প তখন পিছু হটেছিলেন।

আর সম্প্রতি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুই ইনাসিও লুলা দা সিলভাও বলেছেন, সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা, আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের মতো কিছু বিষয় কখনোই আপসযোগ্য নয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও তাই করা উচিত। তাকে নিজের নীতি, সম্মান ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অটল থাকতে হবে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিণ্ডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

নোবেল না পাওয়ার পর 'গাজার শান্তি' উদ্যাপন করতে মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামীকাল রোববার মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে ওই অঞ্চলে শান্তির প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন।

চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে ট্রাম্প প্রকাশ্যেই তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন। তবে নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটি ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় ডানপন্থী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে পুরস্কারটি দিয়েছে।

হোয়াইট হাউস এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নরওয়ের নোবেল কমিটির বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউস অভিযোগ করেছে যে 'তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার' দিয়েছে।

তবে মধ্যপ্রাচ্য সফরে ট্রাম্প স্বাগতিক দেশগুলোর কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। গাজায় যুদ্ধ থামানো ও ওই অঞ্চল থেকে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হতে পারে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, চুক্তিটির মধ্য দিয়ে গাজায় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ট্রাম্পকেই উদ্যোগ নিতে হবে। যেন জিম্মিরা মুক্তি পাওয়ার পরে আবার গাজায় বোমা হামলা শুরু না হয় তা নিশ্চিত করতে তাঁকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে চাপ দিতে হবে।

হোয়াইট হাউস গতকাল শুক্রবার বলেছে, ট্রাম্প রোববার রাতে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। প্রথমে তিনি ইসরায়েলে যাবেন। সেখানে আগামী সোমবার ভাষণ দেবেন ট্রাম্প। এরপর গাজা চুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মিসরে যাবেন তিনি। আলজাজিরার প্রতিবেদক অ্যালান ফিশার ওয়াশিংটন থেকে এসব তথ্য দিয়েছেন।

আলোচনায় ভূমিকা রাখার কারণে ইসরায়েল ও হামাস ইতিমধ্যে ট্রাম্পের প্রশংসা করেছে।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, চুক্তিটির মধ্য দিয়ে গাজায় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ট্রাম্পকেই উদ্যোগ নিতে হবে। যেন জিম্মিরা মুক্তি পাওয়ার পরে আবার গাজায় বোমা হামলা শুরু না হয়, তা নিশ্চিত করতে তাঁকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে চাপ দিতে হবে।

দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের অধ্যাপক মোহামেদ এলমাসরি বলেন, 'আমার ধারণা, ডোনাল্ড ট্রাম্প খুবই ভালোভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে চাইছেন। তিনি নেতানিয়াহুকে বার্তা পাঠাতে চাইছেন যে এটিই চূড়ান্ত। অন্তত, আমি সেটাই আশা করছি।'

এলমাসরি আরও বলেন, 'আমার ধারণা, তিনি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্পর্কে খুব ভালো ভালো কথা বলবেন সেটাই তিনি সব সময় প্রকাশ্যে করেন। তবে আশা করা যায়, তিনি চাপও দেবেন।'

এই চুক্তি সম্ভব করার ক্ষেত্রে ট্রাম্প বেশির ভাগ কৃতিত্ব দাবি করলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি যুদ্ধে বিরতি টানার ক্ষেত্রে আরও কিছু কারণ আছে। গাজায় ইসরায়েলের দুই বছর ধরে চালানো নৃশংসতাকে জাতিসংঘের তদন্তকারীরা জাতিগত নিধন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ওয়াশিংটন ডিসির আরব সেন্টারের ফিলিস্তিন–ইসরায়েল বিষয়ক কর্মসূচির প্রধান ইউসুফ মুনায়ের বলেছেন, গাজার ৮০ শতাংশের বেশি ভবন ধ্বংস করার পরও জিম্মিদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ইসরায়েল এই অভিযান থেকে কমই ফল পাচ্ছে।

মুনায়ের আলজাজিরাকে বলেন, 'এই পথে এগিয়ে চলার কারণে ইসরায়েল ক্রমাগত একঘরে হয়ে পড়ছে এবং তাদের মূল্য চোকাতে হচ্ছে। এ ছাড়া আমি মনে করি, সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণও প্রভাব ফেলেছে।'

গত দুই বছর ধরে ট্রাম্পের পরিকল্পনামতো করেই গাজাবিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে উঠেছে। তবে নেতানিয়াহু যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন।

বিশ্বের অনেক দেশ এমনকি কিছু পশ্চিমা মিত্রও গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ও গত মাসে কাতারে হামলা নিয়ে ইসরায়েলের সমালোচনা করে আসছিল। আর এর মধ্যেই গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলো।

তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্ষোভের পরও ইসরায়েল ক্রমাগত যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক ও কূটনৈতিক সহায়তা পেয়ে আসছে।

ট্রাম্প প্রশাসন যে শুধু গাজায় ইসরায়েল আরোপিত খাদ্যসংকটের নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, তা নয়। তারা গাজায় বিতর্কিত ত্রাণ সংস্থা জিএইচএফ–এর কার্যক্রমকেও সমর্থন জানিয়েছে। এ সংস্থা থেকে ত্রাণ বিতরণের সময় গুলি করার ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েক শ ত্রাণপ্রত্যাশী নিহত হয়েছে।

গাজা চুক্তি সম্ভব করার ক্ষেত্রে ট্রাম্প বেশির ভাগ কৃতিত্ব দাবি করলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাজায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি যুদ্ধে বিরতি টানার ক্ষেত্রে আরও কিছু কারণ আছে। গাজায় ইসরায়েলের দুই বছর ধরে চালানো নৃশংসতাকে জাতিসংঘের তদন্তকারীরা জাতিগত নিধন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ট্রাম্প যখন মধ্যপ্রাচ্যে নিজের পরিকল্পনায় হওয়া 'শান্তি' উদ্যাপন করছেন, তখন অধিকারকর্মীরা বলছেন, গাজায় দখলদারত্ব শেষ করা এবং জাতিগত নিধনের জবাবদিহি নিশ্চিত করা ছাড়া ওই অঞ্চলে সত্যিকারের শান্তি বা স্থিতিশীলতা আসবে না।

থিঙ্কট্যাংক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির (সিআইপি) প্রধান ন্যানসি ওকাইল সতর্ক করে বলেছেন, গাজায় ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনাকে স্বাভাবিক করে দেখানো হলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের মুখে পড়বে।

ওকাইল আলজাজিরাকে বলেন, 'গাজায় যা ঘটেছে তার জন্য কোনো জবাবদিহি না থাকলে, অন্যরাও একই ধরনের কাজ করার সুযোগ পাবে, যা সবাইকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে।'

রাজ্যের সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে পরিণত হয়ে ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত মিঞা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের ভূমিপুত্রদের বাঁচাতে পরবর্তী অধিবেশনে বিধানসভায় সরকার দুটি আইন আনবে বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন জন গণনায় রাজ্যের বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পেতে চলেছে। এই জনগণের রাজ্যের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিণত হতে চলেছে মিঞা জনগোষ্ঠী। এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্যের মিঞা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাই বাস্তব সত্য। পরবর্তীকালে জনগণনার তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর এটা প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন। রাজ্যের ভূমিপুত্রদের বাঁচাতে পরবর্তী অধিবেশনে বিধানসভায় সরকার দুটি আইন আনবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

ডিব্রুগড় শহরে একাধিক সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন রাজ্যে মিঞা মুসলমানের সংখ্যা ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। যেকোনো স্ট্যাটিসটিক ডিপার্টমেন্টের ব্যক্তি এক্ষেত্রে প্রজেকশন করতে পারবেন। যদি কেউ প্রজেকশন করে তাহলে এটা দেখা যাবে যে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ মিঞা মুসলমান হবে। এর ফলে মিঞা মুসলমান রাজ্যের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিণত হবে। এটা রাজ্যের জন্য বাস্তব সত্য। তিনি বলেন তার কথা প্রত্যেকে যেন লিখে রাখেন। এবার রাজ্যে যখন জনগণনা হবে এবং এর ফলাফল প্রকাশ পাবে মিঞা মুসলমান জনসংখ্যার এই তথ্য পাওয়া যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন মিঞা মুসলমান জনসংখ্যার এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের থেকে রাজ্যের ভূমিপুত্রদের বাঁচাতে হবে। রাজ্যের ভূমিপুত্রদের কিভাবে বাঁচানো যায় কিভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করা হয়েছে। আগামী বিধানসভা অধিবেশনে এই ধরনের সমস্যা সংক্রান্তে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন উত্থাপন করা হবে। জাতি মাটি ভেটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই দুটি নতুন আইন বিধানসভায় আনবে সরকার। তিনি বলেন গত পাঁচ বছর ধরে যেভাবে প্রচেষ্টা করা হয়েছে সেটা যদি গত ৩০ বছর ধরে করা হতো তাহলে ভূমিপুত্ররা সংকটে ভুগতেন না। তবে এই সরকার নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।। তিনি বলেন বর্তমান একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এটাকে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বহু পরিকল্পনা রয়েছে। এসবের মাধ্যমে পরবর্তীকালে রাজ্যের পরিবেশ ভালো হবে। তবে আগের তুলনায় স্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভালো করতে এই ধরনের সংগ্রাম আরো দশ বছর করতে হবে। মূল বিষয় হলো মিঞা মুসলমানদের প্রেসারে অর্থাৎ চাপে রাখতে হবে। বর্তমান যেভাবে তাদের প্রেসারে রাখা হয়েছে ঠিক এইভাবে ভবিষ্যতেও তাদের চাপে রাখতে হবে। যদি তাদের প্রেসারে রাখা যায় তাহলে এক সময় গিয়ে পরিবেশ অনুকূল হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বর্তমান গোয়ালপাড়া এবং বিহালিতে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কাজ কারো জন্য থেমে থাকবে না। এই সরকার সমান্তরাল ভাবে প্রতিটি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

গৌরব গগৈর নেতৃত্বে জুবিনের মায়াবিনি গান বাজিয়ে কংগ্রেসের দলীয় মিছিল আযোজন সংক্রান্তে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া, নিকৃষ্ট রাজনীতি করা কংগ্রেস মূর্খের স্বর্গে বাস করছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ইতিমধ্যে বিদেশি নাগরিকত্ব নেওয়া নিজের সন্তানরা ইংল্যান্ডে সানফ্লাওয়ার তেল খায় বলে গৌরব গগৈ সরষে তেলের মহত্ব বুঝেন না বলে কটাক্ষ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমের হৃদ স্পন্দন মহানায়ক গণ শিল্পী জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্ত ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা শাসক পক্ষ রাজনীতি করছে বলে বিরোধী পক্ষ অনবরত ভাবে অভিযোগ উত্থাপন করে চলেছে। কিন্তু এবার বঙ্গাইগাঁওয়ে গৌরব গগৈর নেতৃত্বে জুবিনের মায়াবিনি গান বাজিয়ে কংগ্রেসের দলীয় মিছিল আযোজন সংক্রান্তে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গৌরব গগৈ বলেছেন জুবিনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তরল মন্তব্য করছেন এটার জবাব রাজ্যবাসী ভোটের মাধ্যমে দেবেন। দলটি জুবিন নিয়ে নিকৃষ্ট রাজনীতি করার অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেস মূর্খের স্বর্গে বাস করছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইতিমধ্যে বিদেশি নাগরিকত্ব নেওয়া নিজের সন্তানরা ইংল্যান্ডে সানফ্লাওয়ার তেল খায় এর জন্য গৌরব গগৈ সরষে তেলের মহত্ব বুঝেন না বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত অসমের সম্পদ জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর পর থেকে এর তদন্তের দাবি জানানোর প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ গৌরব গগৈ, বিধায়ক অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ ঐক্যবদ্ধভাবে মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছেন। জুবিনের মৃত্যু ঘিরে সরকার রাজনীতি শুরু করেছে বলেও বিরোধী পক্ষের এই নেতারা বারংবার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে এদিন বঙাইগাঁওতে কয়েকশো দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভাপতি গৌরব গগৈর নেতৃত্বে ভোট চুরি সংক্রান্ত একটি ব্যানার নিয়ে কংগ্রেসের তরফ সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল আযোজন করা হয়েছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই মিছিলে অনবরতভাবে জুবিন গর্গের মায়াবিনি গান বাজানো হয়েছিল। দলীয় নেতাকর্মীরা নিরব হয়ে মিছিলে অংশ নিলেও সেখানে জুবিনের গান বাজছিল। মিছিলের পর গৌরব গগৈ বলেন জুবিনের মৃত্যুর তদন্তের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তরল মন্তব্য করছেন। এর জন্য রাজ্যবাসীর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এবার রাজ্যবাসী নিজেদের ক্ষোভ কিভাবে প্রকাশ করবেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করবেন সাধারণ জনতা। এর জন্য প্রদেশ কংগ্রেসকে সতর্ক হতে বলেছেন রাহুল গান্ধী। রাজ্যের প্রতিজন ভোটার যাতে ভোট দিতে পারেন সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের দায়িত্ব রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে এবার থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিটি সভা কিংবা বৈঠকের ব্যানারে অন্যান্য দলীয় স্লোগানের সাথে জাস্টিস ফর জুবিন স্লোগান লেখা থাকবে বলে রাজিব ভবনে মন্তব্য করেছেন দলের জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রিপূণ বরা। তবে জুবিন গর্গকে নিয়ে নিকৃষ্ট রাজনীতি করার জন্য কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করেছেন অগপ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী, মন্ত্রী বিমল বরা প্রমুখ। ডিব্রুগড়ে নানা সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নেওয়ার পর কংগ্রেসের জুবিন নিয়ে রাজনীতি করার বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন কংগ্রেস জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে নেই। যদি থাকত তাহলে সরকারকে তারা উপদেশ দিত। জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার জন্য এই ধরনের কাজ করতে হবে ওটা করতে হবে কংগ্রেসের তরফে এইসব উপদেশ দেওয়া হতো। কিন্তু দলটি তরফে কেউ সরকারকে পরামর্শ দেননি। তারা যদি সত্যি করে জুবিনকে ভালবাসতেন তাহলে সরকারকে দশটি পরামর্শ দিতেন। এমনকি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জুবিনের মৃত্যুর তদন্ত সংক্রান্তে বিভিন্ন পরামর্শ কিংবা অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু কংগ্রেস সেটা করেনি। তাদের তরফ কোনো ধরনের উপদেশ নেই। দলটি মনে করছে এই ভাবেই তারা নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস এটা ভেবে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে আগামী নভেম্বর থেকে চালের সঙ্গে কম মূল্যে ডাল চিনি এবং লবণ দেবে সরকার। এমনকি ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হলে সরষে তেল দেওয়া হবে বলেও ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রী তার এই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন সরকার দরিদ্র ব্যক্তিদের সরষে তেল দেবে বলে ঘোষণা করার পরেই গত কয়েকদিন থেকে কংগ্রেসের ব্যক্তিরা সরকারের সমালোচনা করে সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করছেন। ইংল্যান্ডে কি খায় সেটা নিয়ে এদিন সকালে তিনি রিসার্চ করেছেন। এই রিসার্চের পর তিনি জানতে পেরেছেন ইংল্যান্ডে সানফ্লাওয়ার তেল খায়। গৌরব গগৈর দুটি সন্তান ইংল্যান্ডে থাকে ইতিমধ্যে ব্রিটিশ হয়েছে। ফলে সরষের তেলের মূল্য কি সেটা তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে সানফ্লাওয়ার তেল বললে তিনি হয়তো সেটা বুঝতে পারতেন। কংগ্রেস এবার ইতিমধ্যে পরাজিত হওয়া ইংরেজ শাসনের অধীনে ফের একবার যেতে চাইছে। এটা একটি হাস্যকর এবং দুঃখজনক বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

একটি সরকারি চাকরির আশায় থাকা যুবক–যুবতীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা

তৃতীয় বর্গে মোট ৭৬৫০ টি পদের পাশাপাশি অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার ফল ঘোষণা, এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বললেও সরকার প্রায় ২ লক্ষ নিযুক্তি দিয়েছে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কোনো ধরনের উৎকোচ ছাড়াই যে রাজ্যে সরকারি চাকরি পাওয়া যায় সেটাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল বিজেপি সরকার। প্রথমবারের এডিআরই পরীক্ষায় শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের এডিআরই পরীক্ষা নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিলেন লক্ষ লক্ষ যুবক–যুবতীরা। অবশেষে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। তৃতীয় বর্গে মোট ৭৬৫০ টি পদের পাশাপাশি অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার ফল একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। তবে এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও সরকার প্রায় ২ লক্ষ নিযুক্তি দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত এবারের এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার জন্য ২৩৮৫৪২১ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। এরমধ্যে ১৭৩১৬১৬ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তৃতীয় বর্গের জন্য মোট ৭৬৫০ টি পদ রয়েছে। এরমধ্যে সাধারণ শ্রেণীর জন্য ৪৩৫২ টি পদ, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ১৫১৬ টি পদ, চা বাগানের প্রার্থীদের জন্য ১৬৩ টি পদ, এসসি ৫২৪ টি পদ, এসটি প্লেন ৭৪৩ টি পদ এবং এসটি হিলস এর ৩৫২ টি পদ রয়েছে। এদিন এডিআরই তৃতীয় বর্গের পরীক্ষার পাশাপাশি অসম পুলিশের ৬২৫ টি পদের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। আগামীকাল অসম পুলিশের ৫৬১৪ টি পদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। এছাড়া আগামী ১৫ অক্টোবর এডিআরই চতুর্থ বর্গের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। এডিআরই তৃতীয় বর্গ এবং অসম পুলিশের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্তে ফের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্যে দ্বিতীয়বারের জন্য এডিআরই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে এর ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে সরকার। আগামীকাল পুলিশের কনস্টেবল পদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। নির্বাচনে এক লক্ষ সরকারি দলের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার দুই লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে এগোচ্ছে। রাজ্যের জনসমাজের জন্য যথেষ্ট আনন্দের খবর এসেছে। এক্ষেত্রে রাজ্য বাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। সাধারণ জনতার অফুরন্ত সহযোগিতার জন্য সরকার একটি পর একটি নতুন নতুন কীর্তিমান স্থাপন করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

RASHTRIYAKHABAR.COM

এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক ঃ আইসিসি পরিচালকের পদ হারাতে পারেন নাকভি

নয়া দিল্লি ঃ এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে। তবে এখনো টুর্নামেন্ট নিয়ে আলোচনা থামেনি। অবশ্য থামার কথাও নয়ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জেতা ভারত যে এখন পর্যন্ত ট্রফিটাই হাতে পায়নি। ফাইনালে ভারতের খেলোয়াড়েরা পিসিবি ও এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানোয় নাকভি আর ট্রফি দেননি। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, ভারতকে ট্রফি নিতে হলে তাঁর কাছ থেকেই নিতে হবে। ব্যাপারটির এখনো কোনো সমাধান হয়নি। এরই মধ্যে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই দিয়েছে নতুন খবর। তারা জানিয়েছে, বিসিসিআই মনে করছে আইসিসির পক্ষ থেকে পিসিবি প্রধান নাকভিকে তাঁর আচরণের জন্য সতর্ক করা হতে পারে। এমনকি নাকভি হারাতে পারেন আইসিসিতে তাঁর পরিচালক পদও। সংবাদ সংস্থাটিকে এক সূত্র বলেছে, ‘পিসিবি কিংবা নাকভির ক্ষেত্রে কী ঘটে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। বিসিসিআইয়ের কাছে এটা পরিষ্কার যে ভারতীয় দলকে নিজেই ট্রফি দিতে জোরাজুরি করা এবং টুর্নামেন্টের অফিশিয়াল আয়োজক বিসিসিআইয়ে ট্রফি পাঠানো প্রত্যাখান করার অধিকার তাঁর (নাকভি) ছিল না।’ এর আগে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেছিলেন, এশিয়া কাপের ট্রফি নাকভির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব তা ভারতের কাছে ফেরত দিতে হবে। এশিয়া কাপের ট্রফি প্রসঙ্গ উঠেছিল কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এসিসির সভাতেও। সেই সভায় বিসিসিআই দাবি তোলে, অবিলম্বে ট্রফি হস্তান্তরের, কিন্তু নাকভি সাফ জানিয়ে দেনভারতকে তাদের অধিনায়ককে এসিসির কার্যালয়ে পাঠিয়ে ট্রফি নিতে হবে। অন্যদিকে ভারতের চাপের কাছে মাথা নত না করায় পাকিস্তানের একটি সংস্থা নাকভিকে শহীদ জুলফিকার আলী ভুট্টো এক্সেলেন্স গোল্ড মেডেল দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ভারতের সংবাদমাধ্যমের খবর, এশিয়া কাপের ট্রফিটি এখন দুবাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) কার্যালয়ে তালাবদ্ধ আছে। সংস্থাটির চেয়ারম্যান নাকভির অনুমতি ছাড়া ‘ট্রফিটি স্থানান্তর কিংবা কারও হাতে তুলে না দেওয়ার নির্দেশনা’ দেওয়া হয়েছে। নাকভির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র এ বিষয়ে পিটিআইকে বলেছে, ‘ট্রফিটি এখনো দুবাইয়ে এসিসির অফিসে আছে। নাকভির পরিস্কার নির্দেশনা রয়েছে, তাঁর অনুমতি এবং উপস্থিতি ছাড়া সেটা স্থানান্তর করা কিংবা কারও হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ভারতীয় দল কিংবা বিসিসিআইকে (সেটা যখনই ঘটুক) ট্রফিটি দেবেন, এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছেন নাকভি।’

দিল্লিতে সেঞ্চুরি করে কোহলিকে ছুঁলেন গিল

নয়া দিল্লি ঃ শুবমান গিল আবার সেঞ্চুরি পেলেন। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ভারতীয় অধিনায়ক খেলেন ১২৯ রানের অপরাজিত ইনিংস। এটি গিলের টেস্ট ক্যারিয়ারের দশম সেঞ্চুরি আর গত সাত টেস্টে পঞ্চম সেঞ্চুরি। অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এক বছরে ৫টি টেস্ট সেঞ্চুরি পেলেন গিল।

কোহলি অবশ্য এ কীর্তি গড়েছেন দুবার। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে অধিনায়ক হিসেবে কোহলি ৫টি করে সেঞ্চুরি করেন। ৫টি সেঞ্চুরি করতে ২০১৭ সালে কোহলির লেগেছিল ১৬ ইনিংস, ২০১৭ সালের ২৪ ইনিংস। এই হিসাবে গিল বেশ এগিয়ে। গিল মাত্র ১২ ইনিংসেই পেলেন ৫ সেঞ্চুরি।

গিল ভারতের টেস্ট অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পান গত জুনজুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে। সে সফরে ৪ সেঞ্চুরিতে ৭৬৯ রান করেন গিল। খেলেন ২৬৯ রানের একটি মহাকাব্যিক ইনিংসও। সেই সফর থেকেই রান পাচ্ছেন গিল।

আজ সেঞ্চুরির পর গিলের টেস্ট গড় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৪৭, আর অধিনায়ক হিসেবে তাঁর গড় এখন ৮৪.৮১। ১২৯ রানের এই ইনিংসটি গিলের ক্যারিয়ারের পঞ্চম সর্বোচ্চ স্কোর। তাঁর সেরা ইনিংস ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বার্মিংহাম টেস্টে করা ২৬৯। মজার ব্যাপার, তাঁর সেরা পাঁচ ইনিংসের মধ্যে চারটিই এসেছে গত কয়েক মাসেএর মধ্যে প্রথম তিনটি এসেছে ইংল্যান্ডের মাঠে।

২০২৫ সালটা গিলের জন্য দারুণ যাচ্ছে। এ বছর তিনি খেলেছেন মাত্র সাতটি টেস্ট, তাতেই করেছেন ৯৪০ রান। গড় ৭২।

দিল্লি টেস্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন যশস্বী জয়সোয়ালও। এই বাঁহাতি ১৭৫ রানের ইনিংস খেলে আজ দ্বিতীয় দিন সকালের সেশনে রানআউট হয়েছেন। সিরিজের এই দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে। নিজেদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৫ ওভারে ১ উইকেটে ৪১ রান তুলেছে।

মেয়েদের বিশ্বকাপে যেভাবে খেলছে এআই

কলকাতা ঃ ক্রিকেটে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির। চলমান আইসিসি নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো এই প্রযুক্তির ব্যবহার দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

গত পরশু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে ভারতের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ গুগলের জেমিনি এআইয়ের সহায়তায় সরাসরি পিচ রিপোর্ট করেন।

ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটির আগে মিতালি দেখান, ক্রীড়া সম্প্রচারে এআই কীভাবে কাজ করতে পারে। তিনি তাঁর মুঠোফোনে ‘জেমিনি লাইভ’ ফিচার ব্যবহার করে প্রযুক্তিটির সক্ষমতা তুলে ধরেন।

বিশাখাপট্টনমে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচের আগে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে মিতালি ফোনের ক্যামেরা পিচের দিকে তাক করে বলেন, ‘আমরা এখন বিশাখাপট্টনমের এসিএভিডিসিএ স্টেডিয়ামে ওয়ানডে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত। আবহাওয়া গরম আর আর্দ্রতুমি কী মনে করো, এই পিচ কেমন হবে?’

জেমিনি সঙ্গে সঙ্গে পিচের চেহারা ও আবহাওয়া বিশ্লেষণ করে জানায়, পিচটি মসৃণ ও ব্যাটারদের জন্য সহায়ক। এতে ঘাসের পরিমাণ খুব কম, তাই আর্দ্র আবহাওয়ায় বল তেমন সুইং করবে না। ফলে ম্যাচে প্রচুর রান হতে পারে। ম্যাচ যেতে যেতে স্পিনারদের ভূমিকাও বাড়বে।

জেমিনির বিশ্লেষণ শুনে মিতালি রাজ বলেন, এআইয়ের পর্যবেক্ষণ সঠিক। তিনি বলেন, পিচটি সত্যিই ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো এবং দর্শকেরা রানের বন্যা দেখতে পারেন। নতুন বলে পেসাররা বাড়তি ভূমিকা রাখতে পারেন বলেও যোগ করেন মিতালি।

ম্যাচটিও মোটামুটি হাইস্কোরিং হয়েছে বলা যায়। আগে ব্যাট করা ভারত তুলেছিল ২৫১ রান। ১৪২ রানে ৬ উইকেট হারানোর পরও দক্ষিণ আফ্রিকা সেই রান তাড়া করে ৭ বল ও ৩ উইকেট বাকি থাকতে।

এআইয়ের সঙ্গে মিতালির এই সংলাপ দেখে বোঝা যায়, খেলাধুলায় বিভিন্ন বিশ্লেষণে প্রযুক্তির ওপর আস্থা বাড়ছে। একই সঙ্গে এটি প্রমাণ করেছে, ডিজিটাল টুল দর্শকদের দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

সরাসরি পিচ বিশ্লেষণে গুগল জেমিনির ব্যবহার, ক্রিকেট সম্প্রচারে বড় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। এআইয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাবে, যা ধারাভাষ্যকার, বিশ্লেষক ও খেলোয়াড়দের দ্রুত এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

নারী বিশ্বকাপে এআইয়ের সফল ব্যবহার ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতের টুর্নামেন্টগুলোতেও এই প্রযুক্তি নিয়মিত হতে পারে। পিচ রিপোর্ট থেকে সরাসরি ধারাভাষ্যে বিশ্লেষণ পর্যন্তকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রিকেট বোঝা এবং উপভোগ করার ধরনই হয়তো বদলে দেবে।

ভিক্ষা করেছেন, এখন মানুষের জীবন বাঁচান যে চিকিৎসক

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক): এই গল্পটা চীনা চিকিৎসক লি চুয়াংয়ের, বয়স ৩৭। শৈশব থেকে পোলিও আক্রান্ত এই যুবকের পর্বত আরোহণের প্রতি ভালবাসা চীনে ভাইরাল হয়েছিল।

তিনি হাঁটতে পারেন না। ছেলেবেলায় ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যখন পড়তে শেখেন, তখন তার বয়স ১৬ বছর। তবে তার অদম্য জেদ জীবন যুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাকে। এখন অন্যদের জীবন বাঁচান পেশায় চিকিৎসক লি চুয়াংয়ে।

তার জন্ম ১৯৮৮ সালে। চীনের হেনান প্রদেশে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি। মাত্র সাত মাস বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। বসে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ছাড়া চলতে পারেন না তিনি।

ছেলেবেলায় অন্যান্য শিশুদের মতোই ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয়নি। শৈশব থেকেই উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল লি চুয়াংয়েকে।

কিছু বাচ্চা তাকে অকেজো, খাওয়া ছাড়া অন্যকিছু করতে পারে না বলে উপহাসও করেছে।

সেই সব দিনের কথা স্মরণ করে ডা. চুয়াংয়ে বলেছেন, তখন খুবই কষ্ট হতো আমার।

লি চুয়াংয়ের বয়স যখন নয় বছর, তখন তার বাবা–মা জানতে পারেন পায়ে অস্ত্রোপচার হলে হাঁটতে পারবেন তিনি। তাই টাকা ধার করেও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তারা।

এই অস্ত্রোপচারকে ঘিরে তার নিজেরও অনেক আশা ছিল বৈকি।

(হাসপাতালের) ওয়ার্ডে যে সময় আমি সুস্থ হচ্ছিলাম, তখন অন্যান্য শিশুরা কাঁদত। কিন্তু আমি হাসতাম।

কারণ আমার মনে হয়েছিল আমি শীঘ্রই একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো হাঁটতে পারব, বলছিলেন তিনি। কিন্তু অস্ত্রোপচার সফল না হওয়ায়, তার সেই আশা পূরণ হয়নি।

ক্রমে গভীর বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করে। লি চুয়াংয়ে জানিয়েছেন, সেই সময় কীভাবে তার মনে হতে থাকে এই জীবন অর্থহীন এবং তা রাখাই শ্রেয়।

কিন্তু লি চুয়াংয়েকে হাল না ছাড়ার কথা বলেন তার মা। তিনি বলেছিলেন, তোমাকে বড় করছি যাতে আমাদের যখন বয়স হবে তখন কথা বলার জন্য কাছে পাই।

সারমেয় বা বিড়াল তো কথা বলতে পারবে না। কিন্তু তুমি তো পারবে।

মায়ের এই কথাগুলো তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

তিনি বলেছেন, আমি ভাবতে থাকি আমার বাবা–মা, আমার পরিবার আমার জন্য কতকিছু ত্যাগ করেছে। নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। কান্নায় ভেঙে পড়ি আমি। ঠিক করি আমি বাঁচব, তবে শুধু নিজের জন্য নয়, তাদের জন্য, বলছিলেন ডা. চুয়াংয়ে।

এর অল্পদিনের মধ্যেই তাদের গ্রামে এক বহিরাগত ব্যক্তি এসে উপস্থিত হন। মন্দিরে ধূপ বিক্রি করার জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের খোঁজ করছিলেন তিনি।

সেই সময় সাক্ষাৎ হয় লি চুয়াংয়ের সঙ্গে। মাসে তার বাবা যে অর্থ উপার্জন করতেন, সেই টাকা প্রতি মাসে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন ওই ব্যক্তি, পরিবর্তে লি চুয়াংয়েকে কাজ দেওয়ার কথা বলেন।

আমার বাবা–মা এর ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম কিছু টাকা অন্তত উপার্জন করতে পারব। বোঝা হয়ে থাকার চাইতে এটা ভাল, বলেছিলেন তিনি।

ওই ব্যক্তির সঙ্গে যাওয়ার শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন।

রাস্তায় ভিক্ষা

কাজের সেই প্রতিশ্রুতি অবশ্য মিথ্যে ছিল। চিকিৎসক চুয়াংয়ে দাবি করেছেন যে ওই অপরিচিত ব্যক্তি আসলে একটা র‍্যাকেট চালাত যেখানে প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের দিয়ে ভিক্ষার কাজ করানো হতো।

পরবর্তী সাত বছর ধরে তাকে অন্যান্যদের সঙ্গে রাস্তায় ভিক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন লি চুয়াংয়ে।

একজন নতুন বসের অধীনে কাজ করতে বলা হয় তাকে। প্রথম রাতেই এক শিশু তাকে কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দিয়েছিল। অন্যথায় তাকে মারধর করা হবে বলেও সতর্ক করেছিল সে। সেই আশঙ্কা পরে সত্যি বলে প্রমাণিতও হয়েছিল।

পরের দিন রাস্তার ধারে তাকে ফেলে রাখা হয়। গায়ের শার্ট সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দুই পা এমন ভাবে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তাকে দেখে আরো বেশি করুণার উদ্রেক হয়। তার সামনে রেখে দেওয়া হয়েছিল একটা বাটি।

প্রথমে তিনি বুঝতে পারেননি কী হচ্ছে? লোকে কেন তাকে টাকা দিচ্ছে। শেষে যখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করে কেন স্কুলে না গিয়ে তিনি ভিক্ষা করছেন, সেই সময় গোটা বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার গ্রামে ভিক্ষা করাকে লজ্জাজনক বলে মনে করা হয়। প্রথমে বুঝতেই পারিনি আমি কী করছি। যখন বুঝতে পারি, তখন ভেঙে পড়েছিলাম, বলেছিলেন তিনি।

দিনে কয়েক শত ইউয়ান আয় হতো তার। ১৯৯০–এই অঙ্কটা অনেকটাই ছিল। কিন্তু তার সবই চলে যেত তার বসের কাছে।

তার কথায়, অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে কম আয় করলে আমাকে কথা শুনতে হতো। বলা হতো আমি কুঁড়ে। কখনো কখনো মারধরও করা হতো ওইদিনগুলো খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল।

যে কয়েক বছর এইভাবে কেটেছে, তারমধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু পালিয়ে গিয়েছে। কাউকে আবার পুলিশ উদ্ধার করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লি চুয়াংয়ে রাজি হননি। এমনকী পুলিশ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও তিনি অস্বীকার করেন। পাল্টা তাদের জানান, আত্মীয়ের সঙ্গে থাকেন। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে একটাই কারণ ছিল। যে কোনোভাবে তার পরিবারকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন লি চুয়াংয়ে।

সাত বছর ধরে চীনের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ভিক্ষা করেছেন– তা সে শীত হোক বা গ্রীষ্ম।

মনে হতো যেন নরকে বাস করছি। আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতাম, কারো সঙ্গে নজর মেলাতে পারতাম না। আমার পা দু'টো এমন ভাবে পিছনের দিকে বাঁকানো থাকত যেন মানুষের দয়া হয়, বলেছেন ডা. চুয়াংয়ে।

প্রার্থনা করতাম যেন বৃষ্টি হয় বা আধার নেমে আসে যাতে আমাকে ভিক্ষা করতে না বেরোতে হয়, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস আউটলুক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন লি চুয়াংয়ে।

প্রতিবার নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন। তাদের আশ্বস্ত করতে জানাতেন সবকিছু ঠিক আছে, তারা যেন উদ্বিগ্ন না হন।

ডা. চুয়াংয়ে বলেছেন, ফোনের পরই আমার ঘরে বসে কাঁদতাম। আমি যে রাস্তায় বসে ভিক্ষা করছি সেটা তাদের বলতে পারিনি।

এরপর কুড়ি বছর কেটে গেলেও সেই ভয়াবহ স্মৃতি তাকে তাড়া করে।

ভিক্ষা করার সেই স্মৃতি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। আমি এখনো স্বপ্ন দেখি। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটা একটা স্বপ্ন মাত্র, বলেছেন তিনি।

নতুন পথের সন্ধান দেয় শিক্ষার আলো

তার জীবনের এই অধ্যায় বদলে দিয়েছিল একটা খবরের কাগজ। হাতে এসে পড়া ওই কাগজ দেখে বুঝতে পারেন তিনি শুধুমাত্র সেই সমস্ত অক্ষরই চেনেন যা দিয়ে তার নাম লেখা হয়। ১৬ বছর বয়সে এসে এই উপলব্ধিই তাকে বাধ্য করে বাড়ি ফিরে স্কুলে ভর্তি হতে।

তিনি ভাবতে থাকেন, আমি লিখতে বা পড়তে পারি না। একমাত্র শিক্ষাই আমার জীবন বদলে দিতে পারে।

এই সময়েই চীনা সরকার এক নতুন পলিসি আনে যার আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের দিয়ে ভিক্ষা করানো আইনত অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

অন্যদিকে, লি চুয়াংয়ে জানতে পারেন তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা কিছুটা হলেও বদলেছে। তার বসের কাছে বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি, তার অনুমতিও মেলে।

পরিবারের সঙ্গে শেষপর্যন্ত দেখা হওয়ার পরই সবাই জানতে পারে আসলে কীভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। অন্যদিকে লি চুয়াংয়ে জানতে পারেন তাকে যে ব্যক্তি কাজ দেওয়া এবং তার পরিবারকে প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাস্তবে তিনি তা করেননি।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া অঙ্কের চেয়ে অনেকটাই কম টাকা তার পরিবারকে পাঠানো হতো।

শেষপর্যন্ত পরিবারের চেষ্টায় স্কুলে ভর্তি হন তিনি। তার চেয়ে দশ বছরের ছোট পড়ুয়াদের সঙ্গে ক্লাসে বসেন। প্রথমদিনে পড়ুয়াদের অনেকেই তার ডেস্কের সামনে এসে ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু এবার আর ভ্রূক্ষেপ করেননি তিনি।

সেই স্মৃতির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমি আর একটুও কষ্ট পাইনি। এর আগে অনেক উপহাস, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছি। আমি এখন শেখার বিষয়ে মনযোগী হব বলে স্থির করি।

সবচেয়ে পরিশ্রমী পড়ুয়াদের মধ্যে ছিলেন তিনি। যদিও শারীরিক কারণে অনেক কিছুই তারপক্ষে কঠিন ছিল। স্কুলের শৌচাগারে গিয়ে পৌঁছানোও কষ্টদায়ক ছিল।

টয়লেটে যেতেও অনেক কষ্ট করতে হতো। তাই স্কুলে থাকাকালীন অনেক সময় আমি জল কম খেতাম, বলেছেন তিনি।

তার অদম্য চেষ্টা এবং অধ্যাবসায়ের উপর ভর করেই নয় বছরের মধ্যে প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন শেষ করেন তিনি। অনেক সময় গ্রামের অন্যান্য বাচ্চাদের খেলতে ডেকে তাদের কাছ থেকে হোমওয়ার্কের জন্য সাহায্যও চেয়েছেন।

কলেজে ভর্তির সময় শারীরিক কারণে তার কাছে খুব একটা বিকল্প না থাকলেও, মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার জন্য আবেদন করার পথ খোলা ছিল।

তার কথায়, ভাবলাম আমি যদি ডাক্তার হই, তাহলে আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা করতে পারব, পরিবারকে সাহায্য করতে পারব। প্রাণ বাঁচাব, সমাজের প্রতি আমার দ্বায়িত্বও পালন করতে পারব।

লি চুয়াংয়ে ২৫ বছর বয়সে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে সুযোগ–সুবিধাগুলো সহজলভ্য হলেও ব্যবহারিক ক্লাসের সময় সমস্যার সম্মুখীন হন।

তিনি বলেছেন, আমার সহপাঠীরা সহজেই রোগীদের দেখার জন্য শিক্ষকের সঙ্গে যেতে পারত বা ইন্টার্নশিপের সময় ওয়ার্ডের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে পারত। কিন্তু আমার পক্ষে তা কঠিন ছিল।

অন্যান্যরা যে বিষয় একদিনে শিখেছে, আমার তার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে, বলেছেন . লি চুয়াংয়ে।

তিনি বুঝতে পারেন আরো মজবুত হতে হবে তাকে। এরপরই পর্বত আরোহণের সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

প্রথমবার মাউন্ট টাইয়ের শিখরে পৌঁছতে তার সময় লেগেছিল পাঁচদিন। তার হাতের তালু এবং পা কেটে রক্তপাত হচ্ছিল। কিন্তু হার মানেনি এই তরুণ।

পর্বত আরোহণের প্রতি ক্রমে তার ভালবাসা জন্মায়। পাহাড়ে চড়ার ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ডা. চুয়াংয়ে এখন শিনজিয়াংয়ে একটা ছোট গ্রামীণ হাসপাতাল চালান। দিন হোক বা রাত রোগীদের জন্য সর্বদা হাজির হন তিনি। রোগীরা তাকে অলৌকিক ডাক্তার বলে সম্বোধন করেন।

এই চিকিৎসকের কথায়, নিজের হাতে রোগীদের যত্ন নেওয়া, প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি– আমাকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি দেয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী চীনা সম্প্রদায়ের কাছে তার সফরের এই কাহিনী পৌঁছেছে জেনে কিছুটা অবাকই হয়েছেন তিনি। তবে তার আশা, তার এই কাহিনী মানুষের মনোভাব পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

প্রতিবন্ধীদের কেউ কেউ অকেজো বলে মনে করে। রেস্টুরেন্টে বসে থাকতে দেখে আমাকে ভুল করে ভিক্ষুক ভাবা হয়েছিল। বলা হয়েছিল খাবার নেই। আমি হেসে চলে গিয়েছিলাম তবে বেশিরভাগ মানুষই দয়ালু, তিনি বলেছেন।

আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এই চিকিৎসকের লক্ষ্য

অনেকেই জানতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি তার অবস্থার সুযোগ নিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেননি কেন? ডা. চুয়াংয়ের কথায়, আমি অতীতকে অতীতেই রাখতে চাই।

এই প্রসঙ্গে তার মতামত, সাত বছর যন্ত্রণাময় অধ্যায় হলেও সেটা আমারই জীবনের অংশ।

জীবনের সফর তার চিন্তাধারা বদলে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, স্কুলে যেতে পারার পর, আমি অন্যদের মতামত বা তারা কী ভাবছে সে সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে এই জিনিসগুলোর কোনো মানে হয় না।

আমি আমার সময় এবং শক্তি পড়াশোনা আর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজে লাগিয়েছিলাম।

তার কথায়, এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেককেই সংগ্রাম করতে হয়। তার কারণ অন্যদের মতামত বা উপহাসকে ভয় পান তারা। কিন্তু আমার কাছে, এটা কিছু নয়। আমি ক্লাস, ওয়ার্কশপ, বা কাজের মাধ্যমে আমার শতশত প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাহায্যার্থে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাম্পাসে বা শহরে ঘুরে বেড়াই।

আমার মনে হয় আত্মবিশ্বাসের উপর ভর দিয়েই এটা করি। অন্যদের চেহারা নিয়ে আমি কিছু ভাবি না।

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, আমাদের জীবন পাহাড়ের মতো – আমরা এক পাহাড়ে আরোহণ করি আর সামনে থাকে আরো একটা পাহাড়। আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করছি আর এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি মনে করি একজন মানুষের সবসময় ইতিবাচক, আশাবাদী হওয়া উচিৎ। কখনও নিজের স্বপ্নকে ছাড়া উচিৎ না।

রাজনীতির তোলপাড়

তৃণমূলে বিএনপি-জামায়াত টক্কর, দুই দলের নজর আওয়ামী লীগের ভোটে

ঢাকা : বাংলাদেশে গণভোট, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধের মধ্যেই সারাদেশে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে বিএনপি। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেওয়া সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগেই তিনি দেশে ফিরছেন এবং নির্বাচনেও অংশ নেবেন। বিএনপি দেশের বিভিন্ন সংসদীয় আসনে দলীয় প্রার্থী বাছাই, তৃণমূলে সভা-সমাবেশ এবং ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছে মাসখানেক আগে। তবে এবার বিএনপি এমন এক সময়ে নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু করেছে যখন মাঠে প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ নেই। দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় নির্বাচনে অংশ নেওয়াও অনিশ্চিত। এমন অবস্থায় বিএনপির প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে চলে এসেছে বিএনপিরই একসময়ের মিত্র জামায়াতে ইসলামী। দলটি নির্বাচনের প্রার্থী নির্দিষ্ট করে প্রস্তুতি শুরু করেছে আরও প্রায় বছরখানেক আগে। যদিও অতীতে নির্বাচনে দলটির যে ভোট তাতে করে জামায়াত বিএনপিকে আদৌ কোনো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারবে কি-না, সে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। তবে মাঠপর্যায়ে জামায়াতকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপের ফলে জামায়াতের সমর্থন বিএনপির কাছাকাছি উঠে আসায় জামায়াতের নেতারাও বিভিন্ন সময় আগামী নির্বাচনে জয়ের আশাবাদ প্রকাশ করেছেন।

ভারত সফরে এসে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নিয়ে যা বললেন তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়া দিল্লি ঃ আফগানিস্তানের মাটিতে কোনো বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া হবে না। ভারত সফরে এসে এমনটাই জানিয়েছেন সে দেশের তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি।

বারগাম বিমান ঘাঁটির আবার মার্কিন নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে দেওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সেই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন আমির খান মুত্তাকি।

ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে দিল্লির আফগান দূতাবাসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রথমবার ভারত সফরে এসেছেন। এর জন্য জাতিসংঘের বিশেষ ছাড়ের প্রয়োজন পড়েছে, কারণ নিষিদ্ধ সন্ত্রাসীদের তালিকায় রয়েছেন মি. মুত্তাকি।

আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ক্ষমতায় ফেরার পর কাবুলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সমীকরণে বদল এসেছিল। তালেবান সরকারের সঙ্গে সন্তর্পণে দূরত্ব তৈরি করতে দেখা গিয়েছিল ভারতকে।

সেই দৃশ্যও সম্প্রতি বদলেছে। সম্প্রতি দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একাধিকবার যোগাযোগ হয়েছে। তারপরই মি. মুত্তাকির এই ভারত সফর।

সফরের দ্বিতীয় দিনেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে। কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে দূতাবাসের মর্যাদায় উন্নীত করার ঘোষণা করেছেন মি. জয়শঙ্কর।

পরে শুক্রবার বিকেলে বাছাই করা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আমির খান মুস্তাকি। তবে সেই সাংবাদিক সম্মেলনে শুধু পুরুষ সাংবাদিকদেরই উপস্থিতি ছিল। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

এদিকে, ভারতের মাটিতে বসে একাধিক দেশের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন মি. মুস্তাকি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। সতর্ক করার সুরে জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে উস্কে দেওয়ার মতো কাজ যেন তারা না করে।

আবার যুক্তরাষ্ট্রকে এই বার্তা দিতেও ছাড়েননি যে বারগাম বিমান ঘাঁটিতে অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ চলবে না।

পাশাপাশি তার দাবি, তালেবান শাসিত আফগানিস্তানে শান্তিরয়েছে এবং নারীদের স্বাধীনতা খর্বের প্রসঙ্গে দাবি করেছেন যে, সেখানে সকলের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, তালেবান সরকারকে এখনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি ভারত।

কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করেছেন মি. মুত্তাকি। সেই সময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দূতাবাস ফের চালু করার হবে।

তিনি মি. মুত্তাকিকে বলেন, কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে ভারতীয় দূতাবাসের স্তরে উন্নীত করার ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর ভারত কাবুলে তাদের দূতাবাস বন্ধ করে দেয়। এক বছর পর বাণিজ্য, চিকিৎসা সহায়তা এবং মানবিক সহায়তার মতো বিষয়গুলোকে সহজতর করার জন্য সেখানে ছোট মিশন খোলা হয়।

তবে সেই সম্পর্কে ধীরে ধীরে বদল যে এসেছে তা স্পষ্ট।

আফগানিস্তানের তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে মি. জয়শঙ্কর বলেন,ভারত ও আফগানিস্তানের সম্পর্কের জন্য আপনার এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যদিকে, ভারতকে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের সময় ভারতই প্রথম পাশে দাড়িয়েছিল। আফগানিস্তান ভারতকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে দেখে। আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বাণিজ্য এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক চাই।

আমাদের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আমরা একটি পরামর্শমূলক ব্যবস্থা তৈরি করতে প্রস্তুত।

ভারত এবং আফগানিস্তান দুই দেশই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জানিয়ে তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানের ভূখণ্ডকে অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। তার ইঙ্গিত পাকিস্তানের দিকে।

দুই দেশের প্রতিনিধিদের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে মজবুত করার জোর দেওয়া হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে আফগানিস্তানের বাসিন্দাদের জন্য নতুন ভিসা ব্যবস্থা চালু করেছে ভারত। এর আওতায় চিকিৎসা, ব্যবসা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যক ভিসা দেওয়া হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, ভারত সে দেশে খাদ্য সহায়তাও দিচ্ছে। সেই ধারা অব্যাহত রাখা হবে বলে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন।

পাশাপাশি আফগানিস্তানকে ২০টা অ্যাম্বুলেন্স দেবে ভারত যার মধ্যে পাঁচটা শুক্রবারই দেওয়া হয়েছে। আফগান শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যও ভারত কাজ করবে জানানো হয়েছে।

মুত্তাকির সাংবাদিক সম্মেলন

দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে উচ্চস্তরের বৈঠকের পর শুক্রবারই দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন মি. মুত্তাকি। যেখানে বাছাই করা সংবাদিকদের ডাকা হয়েছিল।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর তিনি হিন্দিতেও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই সাংবাদিক সম্মেলনে শুধুমাত্র পুরুষ সাংবাদিকদেরই উপস্থিতি চোখে পড়েছে। বিষয়টা নিয়ে অনেকে সরবও হয়েছেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনেই পাকিস্তান, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

পাকিস্তানকে 'হুঁশিয়ারি'

সাম্প্রতিক সময়ে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে দিল্লির আবার সম্পর্ক তৈরির নেপথ্যে পাকিস্তান রয়েছে বলে অনেকই মনে করেন। কারণ আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের ইতিমধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভারত ও আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু'জনেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনের সময় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে 'সতর্কবার্তা' দিতে দেখা যায় মি মুত্তাকিকে।

ভারতের রাজধানী থেকেই পাকিস্তানকে কিছুটা হুঁশিয়ারির সুরেই 'খেলা বন্ধ' করার বার্তা দিয়েছেন।

তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আফগানদের সাহস পরীক্ষা করার কথা যেন কোনো মতেই না ভাবা হয়। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং নেটোর প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন।

কাবুলে হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বলেছেন, সীমান্তের কাছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে হামলা হয়েছে। পাকিস্তানের এই কাজকে ভুল বলে আমরা মনে করি। ৪০ বছর পর আফগানিস্তানে শান্তি ও অগ্রগতি হয়েছে। আফগানদের সাহস পরীক্ষা করা উচিত নয়। যদি কেউ তা করতে চায়, তাহলে তাদের উচিৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং নেটোকে জিজ্ঞাসা করা, যাতে তারাই ব্যাখ্যা করে দিতে পারে যে আফগানিস্তানের সাথে খেলা করলে ভালো হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বার্তা

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাগরাম বিমান ঘাঁটিকে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। আফগানিস্তান তার দ্রুত বিরোধিতা করে।

ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে দিল্লিতে বসেই সেই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিয়েছেন মি. মুত্তাকি।

তিনি বলেছেন, আফগানিস্তান ইতিমধ্যে এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে যে আমরা সেখানে কখনোই কোনও সামরিক বাহিনীকে গ্রহণ করিনি এবং কখনো তা করব না।

আফগানিস্তান একটা সার্বভৌম দেশ, এবং সেটাই থাকবে। আপনি যদি সম্পর্ক চান, তাহলে একটি কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন, কিন্তু আমরা সামরিক পোশাক পরা কাউকে গ্রহণ করি না।

চাবাহার বন্দর

সাংবাদিক সম্মেলনের সময় তাকে চাবাহার বন্দর নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চাবাহার একটা চমৎকার বাণিজ্য পথ। এই পথে আসা সমস্ত বাধাকে দূর করার জন্য ভারত ও আফগানিস্তানের একসঙ্গে কাজ করা উচিৎ।

তবে তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাই উভয় দেশকে এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

মি. মুত্তাকি বলেন, এই রুট দুই দেশের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাণিজ্যের সব রুটই আমাদের খোলা রাখতে হবে। অন্যথায় তা সরাসরি ভারত-আফগানিস্তানের বাণিজ্যের উপর প্রভাব ফেলবে।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার অভিযোগ

অন্যান্য প্রসঙ্গের মাঝে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সে দেশে নারী স্বাধীনতার বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। নারীদের লেখাপড়া করাসহ অনেক কিছুরই অনুমতি নেই।

সরাসরি তার জবাব না দিলেও তিনি বলেছেন, ২০২১ সালের ১৫ই অগাস্টের আগে আফগানিস্তানে প্রতিদিন ২০০ থেকে ৪০০ জন মানুষ মরতেন। গত আট মাসে একটা ছোট ঘটনাও আফগানিস্তানে ঘটেনি। সেখানে শান্তি আছে।

শুধু তাই নয়, তার পাল্টা প্রশ্ন,যদি মানুষ খুশিই না হন তাহলে এই শান্তি কীভাবে এল?

তিনি দাবি করেছেন, সেখানে সকলের অধিকার সংরক্ষিত হয়। তার কথায়, এখানে সবার অধিকার সংরক্ষিত হয়। এটা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা।

ভারত সফরে এসে দুই দেশের সম্পর্ককে দৃঢ় করা ছাড়াও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আগ্রহী আফগানিস্তানের তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এর জন্য বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সাক্ষাতেরও করার কথা।

তবে তাদের এজেন্ডার শীর্ষে রয়েছে তালেবান সরকারের স্বীকৃতি আদায়, যা ভারত এখনো দেয়নি।

এই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, গত চার বছরে ধীরে ধীরে অনেক কিছু বদলেছে। এটা আমার প্রথম ভারত সফর আর আফগানিস্তানে দূতাবাস চালুর ঘোষণা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর, গাজার কিছু এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার

জেরুজালেম । ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে, শুক্রবার সকাল থেকে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সমঝোতা কার্যকর হওয়ায় গাজার একাংশ থেকে তারা আংশিক সেনা প্রত্যাহার করেছে। ইসরায়েলি বাহিনীগুলো বলছে, তারা পিছিয়ে এসে সেখানে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, যা নিয়ে উভয়পক্ষ সম্মত। যদিও ওই উপত্যকার অর্ধেকই তাদের দখলে।

ফুটেজে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি উত্তর গাজার দিকে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে সেখানে ইসরায়েল ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি ফেরানোর পরিকল্পনার প্রথম ধাপ ইসরায়েল সরকারের অনুমোদনের পর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। পরবর্তী ধাপগুলো নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে।

সমঝোতা অনুযায়ী, হামাসকে সোমবার স্থানীয় সময় ১২টার মধ্যে সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে। এর মধ্যে ২০জন জীবিত আছে বলে মনে করা হয়। আর ২৮ জনের দেহাবশেষ রয়েছে হামাসের কাছে।

ইসরায়েলকেও সেখানকার কারাগারগুলোতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন এমন আড়াইশো ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

ইসরায়েল আর্মির রেডিও জানিয়েছে, এর মধ্যে ১০০ জনকে পশ্চিম তীর ও পাঁচ জনকে পূর্ব জেরুজালেমে মুক্তি দেয়া হবে। এছাড়া গাজা থেকে আটক করা ১৭০০ ফিলিস্তিনিকেও মুক্তি দিতে হবে।

সমঝোতার শর্ত অনুযায়ী, ত্রাণবাহী লরিগুলোকে গাজায় বাধাহীন প্রবেশ করতে দিতে হবে।

শুক্রবার থেকে প্রতিদিন ছয়শ লরি ত্রাণ নিয়ে গাজায় প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যুদ্ধবিরতি শুরুর পর এটি আরও বাড়বে কি-না তা এখনো পরিষ্কার নয়।

জাতিসংঘ সমর্থিত বিশেষজ্ঞরা অগাস্টে সেখানে কিছু এলাকায় দুর্ভিক্ষের কথা বলেছিলেন। পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষুধা ও মৃত্যুর মতো বিপর্যয়কর পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছিল।

ইসরায়েল এগুলো বার বার অস্বীকার করে আসছে।

ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা দুশোর বেশি মার্কিন সেনাকে ইসরায়েলে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। তারা গাজা যুদ্ধবিরতি মনিটর করবেন বলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাজা শহরের উত্তর পশ্চিম শহরতলী থেকে সৈন্যরা পূর্ব দিকে পিছিয়েছে। এছাড়া দক্ষিণে খান ইউনিস থেকেও কিছু সেনার সরে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাদের সৈন্যরা স্থানীয় সময় ১২টা থেকেই নির্ধারিত নতুন অবস্থান নিতে শুরু করেছে।

তবে এতে একই সঙ্গে বলা হয়েছে, আইডিএফ সেনারা তাৎক্ষণিক কোনো হুমকি এলে সেটি মোকাবেলা অব্যাহত রাখবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বলেছেন, আইডিএফ সৈন্যদের প্রথম ধাপের প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়েছে।

সেনাদের প্রত্যাহার লাইন গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউজের প্রকাশিত এক ম্যাচে দেখানো হয়েছে।

৭২ ঘণ্টার মধ্যে জিম্মি মুক্তি শুরু হবে, উইটকফ বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু টেলিভিশনে প্রচারিত ভাষণে বলেছেন তিনি সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার পূরণ করতে যাচ্ছেন।

তিনি বলেছেন ইসরায়েলি সেনারা প্রতিটি দিক থেকেই হামাসকে ঘিরে রাখবে।

এছাড়া ট্রাম্পের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ অনুযায়ী হামাসকে নিরস্ত্র করা হবে এবং গাজা অসামরিকীকরণ হবে। হামাস অবশ্য এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

ওদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা শুক্রবারেও গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলার তথ্য দিয়েছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭ জন নিহত হয়েছে।

গাজা শহরের যেসব এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার হয়েছে সেখানে হামাসের নিরাপত্তা বাহিনীকে রাস্তায় মোতায়েন হতে দেখা গেছে। তাদের যেসব ছবি পাওয়া গেছে সেখানে হামাস ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির লোগো দেখা গেছে।

শুক্রবার হামাস বলেছে তারা গাজায় 'বিদেশি অভিভাবকত্ব' প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে, গাজার শাসনের বিষয়টি একান্তই ফিলিস্তিনিদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

ট্রাম্পের ২০-দফা পরিকল্পনায় বলা হয়েছে ভবিষ্যৎ গাজায় হামাসের কোনো ভূমিকা থাকবে না এবং একটি ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন একটি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গাজা শাসন করবে। ওই বোর্ডে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও সম্পৃক্ত থাকবেন।

পরে ওই উপত্যকার কর্তৃত্ব ক্রমান্বয়ে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করা হবে।

সেনা প্রত্যাহারের পরপরই অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে আসছেন। কেউ কেউ ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দুর্বল ও অপুষ্টিতে ভোগা।

এদের অনেকেই ফিরছেন গাজা শহরে যার বেশিরভাগই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে নিহতদের দেহাবশেষ উদ্ধার করা হচ্ছে।

হামাস পরিচালিত গাজা সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি বলেছেন শুক্রবার প্রায় দুই লাখ মানুষ গাজার উত্তরাঞ্চলে ফিরেছে।

ওদিকে ইসরায়েলে জিম্মিদের পরিবারও যুদ্ধবিরতির খবরে আনন্দ প্রকাশ করেছে। নিহত জিম্মি তাল হাইমির আত্মীয় উরি গোরেন বলেছেন যুদ্ধবিরতি সমঝোতা একটি 'বড় স্বস্তি'।

যদিও হামাস বলেছে নিহত সব জিম্মিদের দেহাবশেষর অবস্থান সম্পর্কে তাদের জানা নেই।

ইসরায়েলে ২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর হামাস হামলা চালালে ১২শ মানুষ নিহত হয় এবং তখন তারা ২৫১ জনকে জিম্মি করেছিলো।

এরপর ইসরায়েলের অভিযানে ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ হাজারই শিশু বলে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

জাতিসংঘ কমিশন ও বিশেষজ্ঞরা ইসরায়েলকে যুদ্ধের সময় গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। যদিও ইসরায়েল তা প্রত্যাখ্যান করেছে।